সফোক্লিস-এর

রাজা ঈদিপাস

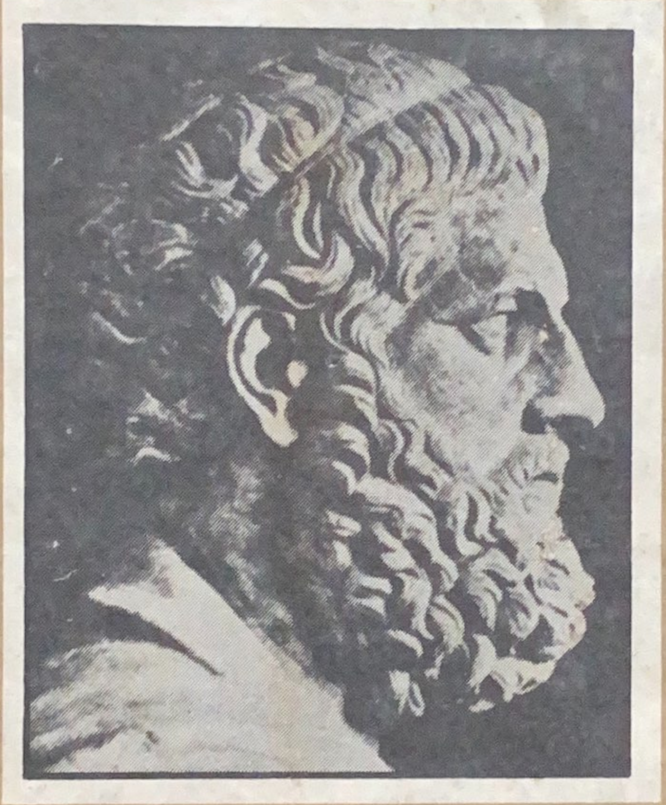

খোন্দকার আশরাফ হোসেন অনূদিত

বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা—৪

সফোক্লিস-এর

রাজা ঈদিপাস

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
অনূদিত

BRAC
ব্র্যাক প্রকাশনা

প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৯৩
জুলাই ১৯৮৬

প্রকাশক
ফজলে হাসান আবেদ
ব্র্যাক প্রকাশনা
৬৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২
বাংলাদেশ ফোন-৬০০১০৬-৭

সহযোগিতায়
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা-২

প্রচ্ছদচিত্রী
গোলাম হাফিজ মাসুদ
প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত
'এন্সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত

মুদ্রণ
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা-২

মূল্য : ২৪·০০ টাকা

উৎসর্গ

ড: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
জনাব আহসানুল হক

আমার শিক্ষক

চরিত্রলিপি

ঈদিপাস : থীবির রাজা
জোকাস্টা : ঈদিপাসের স্ত্রী
ক্রীয়য় : জোকাস্টার ভ্রাতা
টিরেসিয়াস : অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা
যাজক
করিন্থীয় দূত
থীবির মেষ পালক
প্রতিহারী
রাজার পরিচারকবৃন্দ
রানীর পরিচারকবৃন্দ
থীবির নাগরিকদের কোরাস

‘রাজা ঈদিপাস’ পাঠের ভূমিকা

১. গ্রীক ট্রাজেডি এবং ‘রাজা ঈদিপাস’

সাহিত্য মাধ্যম হিসাবে নাটকের উত্থানকাল মানবপ্রজ্ঞার উদ্বোধন-লগ্ন থেকে খুব বেশী দূরবর্তী নয়। প্রাচীন গ্রীস দেশে নাট্যকলার প্রাথমিক স্ফুরণ ঘটেছিল ধর্মীয় যাগযজ্ঞের পাদপীঠেই। গল্প বলা এবং অন্যের কাজের অনুকরণ করা মানুষের আদিতম প্রবণতাগুলোর অন্যতম। কাহিনীকে চরিত্রায়নের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য, ঐ সভ্যতা-শৈশবে, আনন্দদান ছিল না, ছিল প্রকৃতি ও জীবনের রহস্যসমূহের সামনে মানুষের প্রশ্নাকুলতাকে প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। ভয়মিশ্রিত বিমূঢ়তা নিয়ে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ যথা ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, মারী ও বন্যা ইত্যাদি দুর্দৈবকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, নিজের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত ঐসব ঘটনার পেছনকার চালিকাশক্তি অনুমান ক’রে নিয়ে তাদের উপর দেবত্ব আরোপ করেছে। দেবতুষ্টির জন্য আয়োজন করেছে যাগযজ্ঞ, হোমাগ্নি এবং নিবেদিত নৃত্যগীত প্রভৃতি অনুষঙ্গ। গ্রীক নাটকের জন্ম এরকম *ritual* বা ব্রত থেকে। দেবতার পূজামণ্ডপে নৃত্যগীত মূলতঃ বৃন্দগানের (যার মধ্যে পরবর্তী গ্রীসীয় নাটকের কোরাসের মূল নিহিত) মাধ্যমে দেবতা-মহিমা কীর্তন করা হতো। পরবর্তীকালে যখন নাটক একটি শিল্পমাধ্যম হিসাবে স্থিতি ও পক্বতা পেলো, তখনো দেখা গেলো নৃত্য এবং গীত নাটকের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে। নাটকের প্রতিপাদ্য হিসাবে রয়েছে অধিজাগতিক রহস্যময় শক্তিসমূহের সাথে মানুষের চিরায়ত দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে সঞ্জাত হতাশা, বিস্ময়, আশা, ক্রোধ, দুঃখ এবং প্রবোধের মতো অনুভূতিগুলো। এবং ঐ দ্বন্দ্বের ফলাফল ট্রাজিক, মানুষের পরাজয় ও ধ্বংস ঐ দৈবশক্তির হাতে, তার মৃত্যু কিংবা অবনমন ও অপচয় একটি অনধিগম্য সত্য এবং একটি প্যারাডক্স। ঈস্কিলাস গ্রীক ট্রাজেডির প্রথম পুরুষ। তার নাটকে দেখা যায়, নাটকের সিংহভাগ জুড়ে আছে কোরাস কর্তৃক গীত বা আবৃত্ত গান, যেখানে মানুষের জীবনে অতিপ্রাকৃত শক্তিনিচয়ের জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, মানুষের কর্ম, তার ফল এবং অনিরুদ্ধ নিয়তি ইত্যাদি কালহীন প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ চিন্তাচারণা। বস্তুত, আমরা যাকে নাট্যিক উপাদান বলি, সেই প্লট এবং চরিত্র সেখানে গৌণ—যেন বা কোরাসের চিন্তাস্রোতকে

অবয়ব দেয়ার জন্যই তাদের উপস্থিতি। সফোক্লিসের নাটকে ঘটনা ও চরিত্র তুলনায় অধিকতর গুরুত্ববহ ; কোরাস সরে যায় মূল ঘটনাকেন্দ্রের সীমান্তে, দর্শক হিসাবে মতামত দেয় এবং বৃন্দগানের মাধ্যমে জীবন ও জগতের প্রধাবনা-সমূহের অনুচিন্তনের মাধ্যমে নাটকের দার্শনিক পশ্চাৎপটটি ধরে রাখে। ইউরিপিডিস, গ্রীক ট্রাজিক নাটকের তিন মহাবলীর শেষজন, তাঁর নাটকে কোরাসের ভূমিকাকে কমিয়ে আনেন বহুলাংশে, প্লট, ঘটনা ও চরিত্র সেখানে অনেক বেশী পূর্ণতাপ্রাপ্ত, স্বয়ম্ভর। কিন্তু তবু ইউরিপিডিসের নাটকেও কোরাস নামক গায়কদল পুরো নাটকের সূত্রধার এবং নাট্যঐক্যের প্রয়োজনীয় উপাদান। সম্ভবতঃ কোরাসের এই সার্বত্রিক ভূমিকার জন্যই গ্রীক ট্রাজেডিকে Choric Tragedy বলা হয়ে থাকে। কোরাস একই সঙ্গে মঞ্চে উত্থাপিত ঘটনাপরম্পরার উদ্বেগাকুল কিম্বা উৎসুক দর্শক এবং কালহীন মানবপ্রজ্ঞার প্রতীক। তারা ট্রাজিক নায়কের মতো অসাধারণ নয়, বরঞ্চ সাধারণত্বই তাদের বিশ্বজনীনতাকে পরিস্ফুট করে। ঈস্কিলাস এবং সফোক্লিসে তারা চলতি ঘটনার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘটনায়ও সীমিত অংশগ্রহণ করে, উপরন্তু দর্শকের শংকা, বিমূঢ়তা ও আশা-হতাশার প্রতিধ্বনি করে। কোরাস অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যবর্তী তৃতীয় মাত্রিকতা যোগ করে। ঈস্কিলাস থেকে ইউরিপিডিস পর্যন্ত কোরাস, গুরুত্বের ক্রমহ্রাসমানতা সত্ত্বেও, গ্রীক নাটকের পশ্চাতে যে *ritual*- নির্ভরতা তাকে স্পষ্ট করে তোলে।

দেবতা ডায়োনিসাসের সম্মানে তার মন্দিরে আয়োজন করা হতো এথেনীয় ট্রাজেডি নাটকের উৎসব ও প্রতিযোগিতা। সফোক্লিসের 'রাজা ঈদিপাস' এমনি একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। শোনা যায়, প্রায় একশত নাটক লিখেছিলেন সফোক্লিস, যার মধ্যে শুধুমাত্র সাতটি নাটক কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। 'রাজা ঈদিপাস' নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আরিস্টটল এই নাটককে ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসাবে গণ্য করতেন ; তিনি এতে দেখতে পেয়েছিলেন নিশ্ছিদ্র-নির্ভুল নাট্যিক প্লট এবং মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা ও তার প্রধাবনাসমূহের সাফল্যজনক চিত্রায়ন। 'রাজা ঈদিপাস' কালে শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্রাজেডির খ্যাতি পেয়েছে।

ঈদিপাস কাহিনীর মতো বেদনাদীর্ণ এবং ভয়াবহ অন্য কোন কাহিনী গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। থীবির প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ঈদিপাস, যিনি যৌবনে নিজস্ব প্রজ্ঞায় স্ফিংক্সের ধাঁধার জবাব দিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনি আবিষ্কার করেন যে, তিনি হত্যা করেছেন তার পিতাকে আর দৈবক্রমে বিয়ে করেছেন আপন জননীকে। এই নিষ্ঠুর সত্য জানবার পর ক্ষোভে, দুঃখে, শোচনায়, তিনি উপড়ে ফেলেন তাঁর দুই চোখ, আর রাজত্ব ছেড়ে বিলাস-বৈভব ছেড়ে চলে যান নির্বাসনে। ঈদিপাস কাহিনীর উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত

সার গ্রীক নাট্যদর্শকদের জানা ছিল ; বহুবার এ কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে চারণ কবিদের গীতে এবং লৌকিক স্মৃতিচারণায়। (সফোক্লিস ছাড়াও ঈস্কিলাস এবং ইউরিপিডিস ঈদিপাস-কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন) সুতরাং সফোক্লিস যখন এই কাহিনীকে নাট্যায়িত করেন তখন নতুন কোন কাহিনী শোনাবার দায় তাঁর ছিল না (বস্তুতঃ সকল গ্রীক ট্রাজেডি সম্পর্কেই কথাটি খাটে)—কাহিনীসূত্র যেহেতু দর্শকদের জানা, তাই নাটকের মূল প্রক্ষেপণ কাহিনীর উপর নয়—ঐ ঘটনার ক্রমপ্রকাশমান স্তরে ঈদিপাস চরিত্রের যে উন্মোচন, তার প্রাথমিক আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধা কিভাবে স্ফারিত হয়ে গেলো দুঃখ আর বিলাপের মধ্যে, কিভাবে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ তার স্বকৃত কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হলেন এটিই প্রকাশ করা ছিল নাট্যকারের দায়িত্ব। আর বহুকথিত কাহিনীকেও নাট্যকার স্বীয় প্রতিভা এবং জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতার আলোকে নতুন করে উপস্থাপন করেন, জন্ম দেন নতুন প্রশ্নের এবং নতুন দৃষ্টিকোণের। দর্শকরা আরো একবার জানা ঘটনার অজানা তাৎপর্যসমূহের মুখোমুখি হয় এবং পুনরায় ঐ দুঃখাভিজ্ঞতার মধ্যে অবগাহন ক'রে তাদের ভেতরকার করুণা (pity) এবং ভীতি (fear) নামক আরিস্টটল-কথিত আবেগসমূহের মোক্ষণ (Catharsis) ঘটায়।

২. সফোক্লিস, তাঁর সময় এবং কর্ম

সফোক্লিস জন্মগ্রহণ করেন খ্রীষ্টের জন্মের চারশত পঁচানব্বই বছর আগে এথেন্সের নিকটবর্তী কলোনাস নামক গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সফিলাস যিনি যুদ্ধের বর্ম তৈরীর কারিগর ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসের এক উদ্দাম সময়ে তাঁর বাল্য ও তারুণ্য কাটে। পারস্য বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর স্বদেশ তখন যুধ্যমান। সালামিসের বিখ্যাত যুদ্ধে ঈস্কিলাস যোগ দেন সৈনিক হিসাবে, আর ঐ যুদ্ধের বিজয়োৎসবে যুবকদের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় সফোক্লিসের উপর। (স্মর্তব্য, ঐ বছরই জন্ম গ্রহণ করেন ইউরিপিডিস।) সফোক্লিস ট্রাজেডি সম্পর্কে পাঠ নেন ঈস্কিলাসের কাছে। ডাইওনিসীয় নাট্য-উৎসবে প্রথম কখন যোগ দেন তিনি সে সম্পর্কে জানা গেলেও তিনি যে ৪৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ঈস্কিলাসকে পরাজিত করে বিজয়ী হন এমন সংবাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রের তথ্যানুযায়ী সফোক্লিস আঠারো থেকে চব্বিশবার এই প্রতিযোগিতার শিরোপা লাভ করেন। এথেন্সের রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় অংশ নেন তিনি এবং তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ্যারিস্টোফানিসের 'ফ্রগ্স' (কমেডি) নাটকে সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়।

গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকের আঙ্গিকে সফোক্লিসের কৃতি ও সাফল্য একাধিক। (১) কোরাসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঈস্কিলাসে ছিল ১২ জন; সফোক্লিস তা বাড়িয়ে করেন পনেরো; (২) নাট্যঘটনায় কোরাসের অংশগ্রহণকে হ্রাস করেন; (৩) আরিস্টটলের মতে, নাটকের অঙ্কিত পশ্চাৎপটের ব্যবহার শুরু করেন সফোক্লিস; (৪) ঈস্কিলাসের মতো ট্রিলজি না লিখে (স্মর্তব্য তাঁর 'অরেস্টিয়') স্বয়ম্ভর পৃথক নাটক লিখেন তিনি। ('থিবীয় নাট্যত্রয়' নামে প্রায়শ একত্রে গ্রথিত নাটক তিনটি—'আন্তিগোনি', 'রাজা ঈদিপাস' এবং 'কলোনাসে ঈদিপাস'—ট্রিলজী নয়, কারণ এর প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং রচনার পরম্পরায় কাহিনীর ক্রমসূত্র পালিত হয়নি। সফোক্লিস 'আন্তিগোনি' লেখেন 'রাজা ঈদিপাসের' আগে।) (৫) 'তৃতীয় চরিত্র'-এর উদ্ভাবনা ঘটান, যার ফলে নাটক শুধু স্থাণু কোরাসের গীতসমূহের উপর নিবন্ধ নয়, বরং ঐসব চরিত্রের দ্বন্দ্বের উপর নিবন্ধ। (৬) গ্রীক ট্র্যাজিক নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংলাপ-রচয়িতা সফোক্লিসই। আবেগ (Passion) এবং স্বরগ্রাম (Tone) এর বিভিন্নতা প্রকাশের জন্য তিনি বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। অনেক সময় তাঁর চরিত্ররা (যেমন 'ফিলোক্টেটিস'-এ অডিসিউস, 'কলোনাসে ঈদিপাস' নাটকে ক্রীয়ন) এমন বাকভঙ্গি এবং দ্রুতি (Tempo) ব্যবহার করে যাতে তৎকালীন জনপ্রিয় সফিস্ট বাকচাতুর্যের (Sophist rhetoric) কথা মনে পড়ে যায়। Stichomithea বা একবাক্য-নির্ভর সংলাপ নাটকে যুক্ত করে উৎকণ্ঠা ও বেগ। এ প্রসঙ্গে 'রাজা ঈদিপাস'-এ ক্রীয়ন ও ঈদিপাসের মধ্যেকার সংলাপ দ্রষ্টব্য।

সফোক্লিসের ৭টি জীবিত নাটক হলো, রচনার ক্রমানুসারে,

(১) আইয়াক্স [Ajax : ৪৫০/৪৪৭ খ্রী: পূ:];
(২) আন্তিগোনি [Antigone : ৪৪২/৪৪১ খ্রী: পূ:];
(৩) ট্রাচীর রমণীকুল [The Women of Trachis : ৪৪০ খ্রী: পূ: (?)]
(৪) রাজা ঈদিপাস [Oedipus : ৪৩০/৪২৬ খ্রী: পূ:]
(৫) ইলেকট্রা [Electra : ৪০৯ খ্রী: পূ: (?)]
(৬) ফিলোক্টেটিস [Philoctetes ৪০৯ খ্রী: পূ: (?)]
(৭) কলোনাসে ঈদিপাস [Oedipus at Colonus : ৪০৪/৪০১ খ্রী: পূ:]

৩. রাজা ঈদিপাস : কাহিনী-সংক্ষেপ

নাটকের শুরুতেই দেখা যায় থীবির রাজপ্রাসাদের সামনে বিনীত ভঙ্গিতে বসে আছে থীবির আবালবৃদ্ধ নাগরিকগণ। নগরীতে বেশ কিছুকাল ধরে চলছে মড়ক; মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। শস্যক্ষেত্রসমূহ নিষ্ফলা, রমণীরা সন্তান ধারণে অক্ষম।

এক বিরাট পোড়োভূমি যেন সমস্ত থীবি। প্রতিকারের উপায় অন্বেষণের জন্য তারা এসেছে তাদের শেষ আশ্রয়স্থল, তাদের রাজা ঈদিপাসের কাছে। ঈদিপাস একবার ভয়াল দানব স্ফিংক্সের জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নগরীকে রক্ষা করেছিল, এবারও হয়তো সে-ই হবে রক্ষাকর্তা। ঈদিপাস তাদের অপেক্ষা করতে বলে তার স্ত্রী জোকাস্টার ভ্রাতা ক্রীয়নের জন্য—ক্রিয়ন গিয়েছেন ডেলফিতে অবস্থিত আপোলোর মন্দিরে তার দৈববাণী জানতে—থীবির দুর্দশার কারণ কী আর কীইবা তা থেকে পরিত্রাণের পথ। ক্রীয়ন ফেরেন এবং ঘোষণা করেন আপোলোর বাণী—পূর্বতন রাজা লেয়াসের হত্যাকারী এই নগরীতেই পালিত হচ্ছে এবং তার ফলে সেখানে জন্ম নিয়েছে এক ভয়াবহ পাপ। সেই পাপীকে সনাক্ত করে নির্বাসিত করাই মুক্তির একমাত্র পথ। ঈদিপাস শপথ নেয় সে লেয়াসের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবেই। নাটকের মূল ড্রামেটিক আয়রনির আগমন এখানে। ঈদিপাস জানে না যাকে সে খুঁজে বের করতে চায় সেই ব্যক্তি সে নিজেই এবং সে শুধু একজন সাধারণ খুনী নয়, সে পিতৃহত্যা এবং মাতৃগমনের মতো অজাচারের পাপে পঙ্কিল। ঈদিপাসের সত্যানুসন্ধান একটি অন্ধ আবেগের মতো তাকে গ্রাস করে, এর সাথে যুক্ত হয় তার অনমনীয়তা এবং ক্রোধ। ডেকে পাঠানো হয় ত্রিকালদর্শী অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা টিরেসিয়াসকে দৈবজ্ঞানের মাধ্যমে অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য। টিরেসিয়াস সত্য প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিচ্ছুক। এতে ক্রুদ্ধ হয় ঈদিপাস এবং অভিযোগ করে যে, ক্রীয়ন এবং টিরেসিয়াস ষড়যন্ত্র করে তাকে সিংহাসন থেকে সরাতে চাইছে। টিরেসিয়াস রুষ্ট হয়ে তার অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঈদিপাসের দিকে এবং বলে 'তুমিই সে ঘৃণ্য পাপী যার পাপে থীবি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত...তুমি জান না তুমি কাদের সাথে বাস করছ...' ইত্যাদি। জোকাস্টা ঈদিপাসের ক্রোধকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন এই বলে যে, দৈববাণী প্রায়শ সত্য হয় না, যেমন সত্য হয়নি পুত্রের হাতে লেয়াসের নিহত হবার দৈববাণী। কারণ লেয়াস তো ঐ পুত্রকে জন্মের পরপরই নিক্ষেপ করিয়েছিলেন পর্বতচূড়া থেকে, আর লেয়াসের মৃত্যু ঘটে অনেককাল পর দস্যুদলের হাতে, এক নির্জন পথের তেমাথায়। ঈদিপাসের মনে পড়ে, যৌবনে থীবিতে আগমনের পথে সে এক পথের তেমাথায় এক বৃদ্ধ রাজপুরুষকে হত্যা করেছিল। এখন মৃত লেয়াসের মৃত্যুর ঘটনার সাথে ঐ ঘটনার মিল দেখে সে শংকিত হয়ে পড়ে। জোকাস্টার কথায় তার স্মরণে আসে তার নিজের জীবনের এক দৈববাণীর কথা। সেখানেও ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, ঈদিপাস পিতৃঘাতী হবে এবং মাতাকে বিবাহ করবে। সে জানত করিন্থের রাজা পলিবাস তার পিতা এবং রাণী মেরোপি তার মা। দৈববাণীকে এড়ানোর জন্যেই সে পালিয়ে আসে করিন্থ থেকে। ইতিমধ্যে করিন্থের দূত এসে রাজাকে জানায়, পলিবাস মৃত। ঈদিপাস সাময়িকভাবে উৎফুল্ল হয়

এই ভেবে যে তার সম্পর্কিত দৈববাণী অবশেষে মিথ্যা হলো তার পিতার স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ড্রামাটিক আয়রনির একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এই দৃশ্য কেননা অল্পক্ষণ পরেই থীবির মেষপালকের আগমন ঘটে এবং করিন্থীয় দূতের সাথে কথোপকথনে স্পষ্ট হয় যে ঈদিপাস পলিবাসের সন্তান নয়, রাজা লেয়াস ও রাণী জোকাস্টার সন্তান। দৈববাণীর ভয়ে লেয়াস তাকে তুলে দিয়েছিলেন মেষপালকের হাতে, হত্যা করার জন্য। কিন্তু মেষপালক সিথেরনের চারণক্ষেত্রে অন্য এক মেষপালকের (বর্তমানে করিন্থীয় দূত) হাতে লালন পালন করার জন্য তুলে দেয় শিশুটিকে। সেই পরিত্যক্ত শিশুসন্তানই ঈদিপাস। যে সত্যের অনুসন্ধান ঈদিপাসকে করে তুলেছিল দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন, জোকাস্টার নিষেধতত্ত্বেও যার সন্ধানে সে ছুটেছে, সেই সত্য অবশেষে সমাগত। অপরিসীম ভ্রান্তির কুয়াশার মধ্য দিয়ে দৈবাজ্ঞা রূপলাভ করেছে, কলঙ্কিত করেছে তার জীবন। পিতৃহন্তা এবং মাতার স্বামী হিসাবে মানুষ ও দেবতার অভিশাপ, নিন্দা এবং সামূহিক বিনষ্টির মুখোমুখি হয় সে। ইতিমধ্যে জোকাস্টা ছুটে গিয়েছেন প্রাসাদাভ্যন্তরে, উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। আর ঈদিপাস মৃতা জননীর পোশাক থেকে কাঁটা খুলে নিয়ে নিজের দুই চোখে বিদ্ধ করে। ক্রীয়ন এখন থীবির নতুন শাসক। ঈদিপাস তাঁর কাছে নির্বাসন, তার নিজেরই ঘোষিত দণ্ড, প্রার্থনা করে। এবং অবশেষে, দুই কন্যা আন্তিগোনি ও ইজমিনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নির্বাসনে চলে যায় অন্ধ, দুঃখী, ঈদিপাস।

৪. ঈদিপাস-চরিত্র, ট্র্যাজিক নিয়তি ও দেবতাকুল

ঈদিপাসের বেদনাবহ কাহিনী অনিবার্যভাবে মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জটিল এবং তামস প্রশ্নের জন্ম দেয়। ঈদিপাস ছিল ভাগ্যের বরপুত্র, একাধিক মহৎগুণের আধার, কিন্তু নাটকের শেষে সে তার গৌরবশিখর থেকে নিপতিত, বন্ধুহীন, নিরাশ্রয় ও আলোকরহিত। এই প্রপতন বা reversal গ্রীক ট্রাজেডিতে, শেক্সপীয়রীয় নাটকের মতোই, গুরুত্বপূর্ণ। এর যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নাটকের অভ্যন্তরেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কোরাস, স্ফুটমান ঘটনার দর্শক, এই প্রপতন সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য প্রদান করে, তাকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের স্থির পাটাতনে দাঁড়িয়ে। তার চোখের সামনে যে দুঃখ ও বিনষ্টির ঝঞ্ঝা বয়ে যায় তার ভেতর দিয়েও একধরনের মেটাফিজিকাল প্রজ্ঞার আলোক দেখতে পায়। ঈস্কিলাসের নাটকের কোরাস নায়কের প্রপতন ও দুঃখকে দেবতাকুলের উন্নততর প্রজ্ঞার মহিমার আলোকেই দেখতে চায় এবং তাদের গানে প্রকাশ পায় 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক'—এরকম দৈব নির্ভরতা। সফোক্লিসের কোরাস এতটা

নির্দ্বিধ ও নিষ্প্রশ্ন নয় দেবতাকুলের শুভত্ব সম্পর্কে ; সে শুধু মানবিক অস্তিত্বের ট্র্যাজিক রহস্য সম্পর্কে তার অভিমত জানায়। 'রাজা ঈদিপাসের' শেষ প্রান্তে কোরাস এই মনোভাবই ব্যক্ত করে—মানুষ কত মহান এবং কত ভঙ্গুর এবং কোন জীবিত মানুষকে সুখী বলাও অসম্ভব—

শিখে নাও জীবনের শেষ অভিজ্ঞান।
এ নশ্বর মানবজীবনে
মানুষ প্রতীক্ষা করে শুধু তার আপন নিয়তি...
যতক্ষণ কবরের অন্ধকার এসে
না দেয় সবলে টেনে জীবনের যতি—
ততক্ষণ কেউ সুখী নয়।

ঈদিপাসের ট্র্যাজিক পতনকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে গ্রীক জীবনানুভব এবং নাট্যকার সফোক্লিসের মনোভঙ্গীর আলোকে। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এই ট্র্যাজেডির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। ঈস্কিলাস তাঁর 'থীবির বিরুদ্ধে সাতজন' (Seven Against Thebes) নাটকে ঈদিপাস কাহিনীর উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঈদিপাসের পতনের মূলে ছিল বংশানুক্রমিক পাপ। পিতা লেয়াস ডেলফির দৈববাণী উপেক্ষা করে পুত্রসন্তান জন্ম দেন এবং পুত্র ঈদিপাস নিজের দুঃখের দামে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু সফোক্লিস যেভাবে ঈদিপাস কাহিনী উপস্থাপন করেছেন সেখানে পাপের বংশানুক্রমিতার ঈস্কিলীয় ধারণা অনুপস্থিত। লেয়াসের উপর দেবতার নির্দেশে কোন ফাঁক ছিল না। কারণ দৈববাণী ছিল, সে তার পুত্রের হাতে নিহত হবে। এ ভবিতব্য অমোঘ বলে লেয়াসের করার কিছুই ছিল না। এই সঙ্গে স্মর্তব্য গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্যতম সূত্র hubris এর ধারণা। মানুষের চরিত্রে থাকে এমন একটি দুর্বল স্থান, একটি প্রবণতা tragic flaw, যা তার অন্যান্য সদগুণাবলীকে ধ্বংস করে। ঈদিপাসের চরিত্রের দুর্বলতা হলো তার অহংকার ও অহংকারজনিত ক্রোধ। লেয়াসকে সে হত্যা করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। দৃশ্যত ঈদিপাস একজন খুনী এবং তার প্রপতন তার কর্মেরই ফল। কিন্তু পুরো নাটকটি বিচার করলে মনে হয় না যে সফোক্লিস এমন সরলীকৃত পাপ-শাস্তির প্যাটার্নকে রূপায়িত করেছেন। প্রথমত, ঈদিপাস যখন জোকাস্টাকে লেয়াসের হত্যার ঘটনা বলে তখন সে উল্লেখ করে যে, লেয়াসই ছিল প্রথম আক্রমণকারী এবং প্ররোচিত হয়েই ঈদিপাস তাকে প্রত্যাঘাত করে। এই প্রেক্ষিতে ঈদিপাস স্বেচ্ছাকৃত খুনের দায়ভাগী নয়। আত্মরক্ষার যুদ্ধে মানবহত্যা গ্রীক ধারণায় দোষণীয় নয় এবং লেয়াসের হত্যাকাণ্ড ঈদিপাসের অহংকারজনিত ক্রোধপ্রসূতও বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অহংকার ঈদিপাস চরিত্রের একটি মূল প্রবণতাও

বটে। অন্ধ টিরেসিয়াস এবং ক্রীয়নের সঙ্গে তার ব্যবহারে অহংকার ও দর্পের প্রকাশ ঘটে। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে টিরেসিয়াসকে ষড়যন্ত্র এবং ক্রীয়নকে রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত করে। কোরাস এই পর্যায়ে ঈদিপাসের ভেতর দেখতে পায় একজন স্বৈরনায়ককে ; তাদের গানের মাধ্যমে অনেকটা সাধারণীকৃতভাবে প্রকাশ করে তাদের ভীতি :

অহংকার গড়ে তোলে স্বেচ্ছাচারী মন,
অর্থ আর দম্ভ নিয়ে গর্বিত মানুষ
উঠে যায় উচ্চতম গৌরব চূড়ায়—
তারপর ঘটে তার রূঢ় প্রপতন,
ধ্বংসের অতল গর্ভে সকলি গড়ায়।

কিন্তু ঈদিপাসের ট্রাজেডি শুধুমাত্র মানবিক স্খলনের ফলাফল নয় ; তার দর্প তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু তা তার দুঃখভোগের মূল কার্যকারণ নয়। টিরেসিয়াস তার ভবিষ্যৎবাণীতে (পৃ. ৩৬) ঈদিপাসের সমূহ বিপর্যয়ের কথা যখন বলেন তখন তার দর্পের কথা উল্লেখ করেন না কারণ হিসাবে, এবং কোরাসও নাটকের শেষ পর্যায়ে দর্পিত ঈদিপাসের ভাবচিত্র অংকন করে না। করুণ শেষ দৃশ্যে ঈদিপাসের যে বিলাপ সেখানেও স্বকৃত পাপের তালিকায় নিজের অহংকারকে স্থান দেয় না নায়ক নিজে। ফলত, বলা যায়, hubris-এর ধারণা সফোক্লিসের এই নাটকে ঈস্কিলাসের অরেস্টিয় ট্রিলজির মতো বংশপরম্পরাগত পাপ নয়, কিংবা ইউরিপিডিসের 'মিডিআ'-য় দুষ্ট ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার মতো চরিত্র-উত্থিত অশুভও নয়।

আরিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্‌স-এ ঈদিপাসের পতনের জন্য দায়ী করেছেন ভ্রান্তিকে। ঈদিপাস পাপ করে অজ্ঞতার মধ্যে, স্বেচ্ছায় নয়, সুতরাং সে ক্ষমার্হ। লেয়াসকে হত্যা করার সময় তার জানা ছিল না যে লেয়াস তার পিতা। ঐ অজ্ঞতাপ্রসূত পিতৃহত্যা থেকেই জন্ম নেয় তার পতনের ঘটনাপরম্পরা : জোকাস্টার সঙ্গে বিবাহ, থীবির মড়ক, সত্যের উন্মোচন এবং অন্ধত্বপ্রাপ্তি ও নির্বাসন। অন্য একটি বৃহত্তর এবং চরিত্রগত ভ্রান্তির কথাও আরিস্টটল উল্লেখ করেন, তা হলো, মানুষ এবং ঘটনার সঠিক বিচার করার অক্ষমতাজনিত ভ্রান্তি। কিন্তু আরিস্টটলও রাজা ঈদিপাসের ট্রাজেডির ভেতরকার প্রধান নিয়ামক শক্তিটি সনাক্ত করতে পারেননি। এই শক্তি হলো নিয়তি। ঈদিপাসের পিতৃহত্যা ট্রাজিক অ্যাকশনের সূচনা নয়, নিয়তি-নির্দিষ্ট ফলাফল মাত্র। ঈদিপাসের পাপ ও পতন তার জন্মের আগেই নির্ধারিত।

গ্রীক নাটকে ট্রাজিক নিয়তির ধারণার সঙ্গে দেববিশ্বাস ওতপ্রোত জড়িত। দেবতারা তাঁদের নিজস্ব নিয়মে চলেন ; মানুষকে সুখ ও দুঃখ, গৌরব ও

লাঞ্ছনা দেন ; অমোঘ তাঁদের ইচ্ছা, দুর্বোধ্য তাদের কর্মধারা। গ্রীক ট্রাজেডিতে মানুষের অবস্থান ঐ দৈবপরাশক্তির ছায়াতলে, তার হাসিকান্না, দুঃখযন্ত্রণা যেন গূঢ় রহস্যময় নিয়তির নিগড়ে বাঁধা। নিয়তি এবং দেবতাকুলের প্রতি গ্রীক ট্রাজিক নাট্যকারদের মনোভঙ্গীতে ইতরবিশেষ রয়েছে, কিন্তু তারা অনিবার্যভাব বর্তমান তাঁদের চেতনায়। শেক্সপীয়রীয় নাটকেও আমরা দৈবের খেলা দেখি, তবে সেখানে চরিত্রই ঘটনার মূল নিয়ন্তা। মানবত্বই মহামহিম, এবং আমরা দুঃখ ও যন্ত্রণা, পাপ ও অপচয়ের মধ্যেও মানুষের বিপুল সম্ভাবনা ও বিরাটত্বের প্রতিমূর্তি উদ্ভাসিত হতে দেখি। কিন্তু গ্রীক ট্রাজেডিতে নৈরাশ্যের ছায়া প্রগাঢ় ; সেখানে দ্রোহের চেয়ে দৈব-ইচ্ছার প্রতি সমর্পণই প্রায়শ প্রতিষ্ঠা পায়। ঈস্কিলাসের কোরাস একটি 'divine plan' এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—দুঃখাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেবতারা মানুষকে নিয়ে যান প্রজ্ঞায়। তুলনায়, সফোক্লিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ মানুষের প্রতিই বহুলাংশে। দেবতাদের গূঢ় ইচ্ছার প্রেক্ষাপটে মানবিক মহিমাও সেখানে পরিকীর্তিত—যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে ঈদিপাস পরিপূর্ণভাবে চূর্ণিত হয়ে যায় না, তার ভেতরে জেগে থাকে দুঃখবহনের মতো প্রমিথীয় আগুনও। (আর ইউরিপিডিসের নাটকে দেবতাকুল নেমে আসে মানুষের সমতলে, পরিহাসের পাত্রও হয় কখনো কখনো !)

'রাজা ঈদিপাসের' নায়ক দেবতাকুলের রহস্যময় ইচ্ছাসূত্রের ক্রীড়নক বহুলাংশে। তারাই তার জন্য স্থির করে দিয়েছে পাপ ও ক্লেদের জীবন। ডেলফির দৈববাণীতে বলা হয়েছে, ঈদিপাস তার পিতাকে হত্যা করবে এবং বিবাহ করবে জননীকে। এই নিয়তিকে লংঘন করার কোন ক্ষমতা নায়কের নেই। ঐ দৈববাণীতে দ্ব্যর্থবোধকতার ফাঁক নেই যা দিয়ে পলায়ন সম্ভবপর। নিয়তিকে এড়ানোর নিষ্ফল প্রয়াসে ঈদিপাস ছেড়ে আসে করিন্থ, কিন্তু, ফলে, অজ্ঞাতেই ধরা দেয় নিয়তির জালে। অন্য দিকে একই দৈববাণী এড়ানোর জন্যে লেয়াস ও জোকাস্টা শিশু পুত্রকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু দেবতাকুল তা ঘটতে দেয়নি। সুতরাং দেবতাদের অদৃশ্য সুতোর জালে বন্দী ঈদিপাসের সারা জীবন। আর নিয়তির পরিহাস, ঈদিপাসের জীবনে তা কার্যকর হলো কোন বহিরাগত দৈবশক্তির মাধ্যমে নয়, তার নিজেরই কাজের মাধ্যমে। দেবতারা মানুষের মাধ্যমেই তাঁদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করেন, এবং প্রমাণ করেন, মানুষের জীবন দেবতাদের করুণার নিগড়ে বাঁধা।

গ্রীক নাটকে পাপের ধারণাটিও একারণে জটিল। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই, তবু তার কৃত অপরাধের শাস্তি তাকেই বহন করতে হয়। ঈস্কিলাসের আগামেমনন দেবতাগণ দ্বারা ট্রয় অভিযান করতে আদিষ্ট হয়, অন্যদিকে দেবী আর্টেমিস রুখে দেন তার নৌবহর এবং দাবী করেন আগামেমননের কন্যা

ইফিজেনিয়ার রক্ত, মুক্তিপণ হিসাবে। দৈবাজ্ঞা পালন না করা পাপ, অন্যদিকে স্বজনের রক্তপাত করাও ঘৃণ্য অপরাধ। একধরনের নৈতিক প্যারাডক্সের মধ্যে নিক্ষিপ্ত মানুষ। ঈদিপাস তার পিতৃমাতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। আপোলো-দেব তাকে পিতৃমাতৃপরিচয় জানায় না, জানায় শুধু যে পাপ সে করবে তা-ই। আর যখন সে পিতৃহন্তা হয় এবং অজাচারের মতো ভয়াবহ দুষ্কর্ম করে, তখন সে হয় নিন্দিত এবং অভিশপ্ত। সফোক্লিস মানবঅস্তিত্বের এই কূট-জটিলতাকে অপূর্ব কুশলতায় চিত্রিত করেছেন। অজ্ঞতা ও পাপ মিলে মিশে তৈরী করে আয়রনির জগত। যে ঈদিপাস লেয়াসের হত্যাকারীর জন্য চরম নিগ্রহ ও নির্বাসন ঘোষণা করে সে-ই অচিরকালের মধ্যে আবিষ্কার করে অভিশপ্ত ব্যক্তি সে নিজেই। যে অন্ধত্ব নিয়ে টিরেসিয়াসকে উপহাস করে, সেই অন্ধত্ব উঠে আসে আসে তারই শরীরে। স্ফিংক্সের জটিল ধাঁধার উত্তরদানকারী নিজের জীবনের ধাঁধার উত্তর খুঁজে পায় না।

দেবতাকুলের স্বৈরাচার আর নিয়তির জটিল ক্রিয়াকাণ্ড দেখে আধুনিক পাঠকের মনে হতে পারে যে, গ্রীক ট্রাজেডি পুরোপুরি নঞর্থক ও হতাশাবাদী। এমন প্রতিক্রিয়া যে আমাদের আধুনিক মানসসঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই। সফোক্লিস ছিলেন তাঁর যুগের মানুষ এবং তাঁর মনোভঙ্গির মধ্যে গ্রীক মানস এবং চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন, দেবতাদের সম্মান করতে হবে, এবং তারা তাদের আপাতক্রূর কর্মাবলীর মধ্যেও সুন্দর ও সঠিক। মানুষের জ্ঞান খণ্ডিত, মানুষকে বিনত হতে হবে, তার সীমিত জ্ঞানে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে দৈব-ইচ্ছা এবং সর্বোপরি নিজেকে রাখতে হবে শুদ্ধ ও মিতাচারী, golden mean বা মধ্যপন্থার অনুসারী। 'রাজা ঈদিপাস'-এর কোরাস শেষপর্যন্ত এই বোধটিই তুলে ধরে : জীবনের সকল রহস্যসূত্র ঈদিপাসের নখদর্পণে ছিল, তবু কি ক্ষুদ্র তার জ্ঞান, এবং কি ক্ষণস্থায়ী তার সুখ ও সমৃদ্ধি! ঈদিপাস অবশেষে বুঝতে পারে 'সত্য যে কঠিন', স্বীকার করে নেয় তার নিয়তি, এবং দেবতাকুলের সাথে শান্তি স্থাপন করে। দৈব-মানদণ্ডেও ঈদিপাস এখন পূর্ণতর মানুষ। পতন ও যন্ত্রণাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে যে মহত্ত্ব অর্জন করে তা স্ফিংক্সের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং থীবির রাজা হওয়ার চেয়ে বহুগুণে মহত্তর।

৫. অনুবাদ সম্পর্কিত

'রাজা ঈদিপাস' নাটকের বর্তমান অনুবাদে দু'জন ইংরেজি অনুবাদকের অনুসরণ করা হয়েছে। এদের একজন হলেন H. D. F Kitto, অন্যজন E. F. Walting (পেঙ্গুইন)। গ্রীক ট্রাজেডি কাব্যনাটক ; এর ভাষায়

রয়েছে কবিতার গঠন ও ছন্দ, বিশেষত কোরাস সঙ্গীতগুলো লিরিক কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এজন্য এর কাব্যানুবাদ করাই সর্বদিক দিয়ে শোভন এবং উপযুক্ত। এই ধারণা থেকেই সমগ্র অনুবাদে কবিতার আবহ সৃষ্টি করার প্রয়াস। কোরাসের গীতগুলো পুরোপুরি ছন্দে এবং প্রয়াশ মধ্যমিল এবং অন্ত্যমিলসহ অনূদিত হয়েছে। ঈদিপাসের আবেগদীপ্ত চরিত্র এবং বিশেষতঃ তার রাজকীয় কথনভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্য রাখার জন্য তার দীর্ঘবাচনগুলোকে আক্ষরবৃত্তীয় অবয়ব দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎবক্তা টিরেসিয়াসের বেলায়ও তাই। অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনে ফ্রিভার্সের ছন্দময়তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বত্র এই প্রয়োগ ফলবান কিনা তা পাঠকের বিচার্য, তবে পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি ও অসঙ্গতিসমূহ অবশ্যই দূর করার চেষ্টা করা যাবে।

এই দুরূহ অনুবাদ কর্মে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন গ্রীক নাটকের অন্যতম সফল অনুবাদক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ। পাণ্ডুলিপি সংশোধনে মূল্যবান পরামর্শও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০.৬.৮৬

রাজা ঈদিপাস

দৃশ্য : থীবির রাজকীয় প্রাসাদের সম্মুখ ভাগ।

[রাজপ্রাসাদের সামনের সোপানশ্রেণীতে এবং আঙিনার পূজাবেদীসমূহ ঘিরে কিছু সংখ্যক থীবিয় প্রজা বসে আছে। তাদের বসার ভঙ্গীতে বিনীত নিবেদন, চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।]

ঈদিপাস : হে আমার সন্তানেরা, ক্যাডমাসের প্রাচীন রক্তের
সর্বশেষ উত্তরাধিকারীগণ !
তোমাদের এই বিনীত ভঙ্গির কি অর্থ ? কি অর্থ
বহন করছে এইসব বৃক্ষশাখা, ফুলমালা ?
নগরীর মৃদুল বাতাসে ছড়ানো ধূপের গন্ধ,
এ সকল কিসের স্মারক ?
দুঃখের নিদান চেয়ে এইসব অধীর প্রার্থনা কেন ?
কেন এত চারিদিকে শোকের বিলাপ ?
দূতের খবরে আমি রাখিনি বিশ্বাস, তাই
এসেছি নিজেই। আমি ঈদিপাস
যার নাম প্রচারিত দিকে দিকে।

[যাজককে লক্ষ্য করে]

মহাশয়, আপনার পক্ক বয়সের অধিকার
আপনাকে নির্দেশ করছে নেতারূপে। নির্ভয়ে বলুন
আপনাদের হৃদয়ে কিসের ভয়, কোন্ দুঃখ কোন্ ত্রাসে
ত্রস্ত সবার মন।
আমার সাধ্যমত সবকিছু করতে প্রস্তুত আমি।
এমন বিরাট জনতার নিবেদনে কর্ণপাত করবো না
এমন পাষাণ আমি নই !

যাজক : হে রাজা, হে প্রভু ঈদিপাস !
আমরা এখানে আজ সমবেত থীবির মানুষ,
দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে বয়সের ভারে ন্যুব্জ
বৃদ্ধরা সবাই।
এসেছি যাজকগণ—জিউস-পূজারী আমি—
এবং এসেছে
আমাদের শ্রেষ্ঠ যুবকবৃন্দ।
আরো বহুলোক ব'সে আছে বিপণীকেন্দ্রের মাঝখানে,
এথিনীর যুগল মন্দির আর ইস্মিনাস তীরে
যেখানে জ্বলন্ত সদা ভবিষ্যবাণীর অগ্নি—
তার চারিদিকে
অসংখ্য মানুষ আরো বসে আছে,
একইভাবে শ্রদ্ধাভারানত,
তাদেরও হস্তে ধৃত এমনি বৃক্ষের শাখা,
চোখে মুখে নিবেদন এমনি করুণ।
আমাদের নগরীর দশা আপনিতো নিজে দেখেছেন,
ঝঞ্ঝায় তাড়িত যেন সীমাহীন মৃত্যুর পাথার
যার থেকে পালাতে পারে না কেউ—
মুক্তি নেই, তীর নেই সেই ক্রুদ্ধ মৃত্যু-ঢেউ থেকে।
মৃত্যু আজ আমাদের ফলবন্ত জমির গভীরে,
মৃত্যু আজ বিরান চারণ ক্ষেত্রে,
রমণীর জরায়ুতে নিষ্ফলা কঠিন মৃত্যু।
মারী ও মড়ক নামে অগ্নিময় নির্মম দেবতা
নগরীতে সমাগত।
কেড়েছে সে ক্যাডমাসের এই নগরীর
সকল গৃহের থেকে মানুষের প্রাণ—
পাতালের মৃত্যুপুরী ভরেছে সে আমাদের কাতর যন্ত্রণা
আর দুঃখ বিলাপের বিপুল ক্রন্দনে।

আপনাকে দেবতা ভেবে আমরা আসিনি।

আমি আর এইসব নাগরিকগণ
আপনার প্রাসাদপ্রান্তে সমবেত হয়েছি, কারণ
আপনি সেই মানবশ্রেষ্ঠ যে জানেন জীবনের
ধাঁধার উত্তর
স্বর্গের রহস্য গূঢ় একমাত্র আপনি জানেন।
মনে আছে, এ নগরে যেদিন প্রথম করলেন পদার্পণ :
স্ফিংক্সের প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিয়েছেন আপনিই !
সবাইকে করেছেন মুক্ত মরণের অভিশাপ থেকে।
কোন সহায়তা আমরা পারিনি দিতে
আপনাকে সেদিন
না জ্ঞান দিয়ে না অন্য কোন ভাবে। তবু
আমরা বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র দেবতার বরে
সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন পরমায়ু সকলের—
আমাদের সকলের সর্বপ্রিয় জীবন।
আর তাই, হে মহান ঈদিপাস, প্রিয়তম যোদ্ধা, বীর,
সহস্র মানুষ আজ নতজানু—আপনার সাহায্য প্রার্থী,
দেবতা অথবা মানুষের সহায়তা নিয়ে, যেভাবে সম্ভব
সবাইকে বাঁচান !
জানি, অতীতের সংকটের অভিজ্ঞতা বর্তমান সমস্যায়
সাহস জোগায়। আর তাই, হে মানবশ্রেষ্ঠ,
আমাদের প্রিয় নগরীর প্রাণ ফিরিয়ে আনুন
ফিরিয়ে আনুন আপনার নামে মানুষের আস্থা—
কোন দুর্মুখ যেন কখনো না বলে, আপনার
রাজত্বে আমরা বেঁচেছি কেবলমাত্র পতনের জন্য।
রক্ষা করুন এ নগরীকে, আর নির্বিঘ্ন করুন
সবার জীবন চিরদিনের জন্য।
যে-নক্ষত্রের নীচে আমাদের সৌভাগ্যের শুরু হয়েছিল
আজ তার নীচে সুখময় প্রভাতের দিকে
আমাদের চালিত করুন।

সত্যি যদি হতে চান আমাদের রাজা, যেমন এখনও আপনি
তাহলে জীবিত মানুষের রাজা হোন, শূন্যতার সম্রাট হবেন না।
নগর-প্রাকার কিম্বা যুদ্ধ জাহাজকে কেউ রাজত্ব বলে না,
যদি মানুষ না বাঁচে আর জীবন স্পন্দন যদি
থেমে যায় মানুষের বুকের ভেতর, তবে
রাজত্ব কিসের ?

ঈদিপাস : আমার সন্তানগণ, তোমাদের দুর্দশায় আমিও ব্যথিত।
আমি জানি তোমাদের দুঃখ, আমি বুঝি তোমাদের
আকুল প্রার্থনা।
তোমরা যন্ত্রণা পাচ্ছ, কিন্তু তবু আমার মতোন আর কেউ
দুঃখী নয় এ মুহূর্তে।
তোমাদের দুঃখবোধ যার যার নিজের একার
কিন্তু আমার হৃদয়ে আছে আমার নিজস্ব দুঃখ আর
তোমাদের মিলিত দুঃখের ভার।
আমিতো নিদ্রিত নই ! আমিও কাঁদছি ; আমি
দুঃশ্চিন্তার সীমাহীন অরণ্যে হাঁটছি পথ।
কিন্তু ভেবো না যে আলস্যে কাটাচ্ছি সময়।
অন্তত একটি কাজ করেছি ইতিমধ্যেই, একটি মাত্র কাজ
যাতে কিছু আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি।
আমার আত্মীয় মির্নিসিউসের পুত্র ক্রিয়নকে পাঠিয়েছি
আপোলো-মন্দিরে, শুধু জানতে, আমার কোন্ কথা
কিংবা কাজ এ-মুহূর্তে তোমাদের যন্ত্রণার লাঘব ঘটাবে।

এখনো ফেরেননি তিনি, কিন্তু যখন ফিরবেন,
আর যাই হোক দেবতার অভিপ্রায়, শপথ আমার,
পালিত হবে তা অক্ষরে অক্ষরে।

যাজক : উত্তম কথা।

[দূরে কাউকে আসতে দেখে]

কিন্তু দেখুন ঐ দূরে কারা যেন ইশারা করছে,
মনে হয় ক্রীয়ন এসে গেছেন। হ্যাঁ, ঐতো তিনি!

ঈদিপাস : (দূরে লক্ষ্য করে)
এবং তিনি ফিরছেন হাসিমুখে! হে আপোলো,
তার সংবাদ যেন সুসংবাদ হয়!

যাজক : অবশ্যই সুসংবাদ হবে : তাঁর মাথায় দেখতে পাচ্ছি
ফলবন্ত লতার মুকুট, শুভচিহ্ন।

ঈদিপাস : শীঘ্রই জানা যাবে—
মনে হয় তিনি এখন আমাদের শুনতে পাবেন—
রাজকীয় ভ্রাতা আমাদের—বলুন কি সংবাদ?
দেবতার মুখ থেকে কি বার্তা শুনেছেন আপনি?

[ক্রীয়নের প্রবেশ]

ক্রীয়ন : শুভ সংবাদ। অর্থাৎ দুঃখজনক বিষয় থেকেও
শুভ ফল লাভ সম্ভব।

ঈদিপাস : কিন্তু উত্তর? আপনি আমাকে আশা আর
ভয়ের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখবেন না,
বলুন কি ছিল দেবতার উত্তর?

ক্রীয়ন : বলছি—যদি সবার সামনে শুনতে চান, বলব।
আর যদি একান্তে শুনতে চান, ভেতরে চলুন।

ঈদিপাস : সর্বসমক্ষে বলুন।
ওদের দুর্দশা আমার নিজের জীবনের চেয়েও
জরুরী ব্যাপার।

ক্রীয়ন : তবে শুনুন।
প্রভু ফীবাসের সরল নির্দেশ :
আমাদের এই দেশে জন্ম নিয়েছে এক ভয়াবহ পাপ,
আর পুষ্ট হচ্ছে ক্রমাগত—
আমাদের মৃত্তিকায় সঞ্চারিত সে জঘন্য দুরাচার।
দূর করতে হবে তাকে, ধ্বংস করতে হবে তাকে,
নতুবা সে ধ্বংস করবে আমাদের।

ঈদিপাস : কি সেই পাপাচার? আর কি প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন
তার জন্যে?

ক্রীয়ন : নির্বাসিত করতে হবে সেই পাপীকে।
অথবা নিতে হবে রক্তের বদলে রক্ত।
কেননা আমাদের নগরীর দুর্দশার মূলে
আছে রক্তপাত।

ঈদিপাস : কোন্ রক্তপাতের কথা বলছেন দেবতা? নিহত
ব্যক্তির কি নাম?

ক্রীয়ন : আপনি আসার আগে আমাদের একজন রাজা ছিলেন,
তাঁর নাম ছিল লেয়াস।

ঈদিপাস : জানি। তবে আমি তাকে কখনো দেখিনি।

ক্রীয়ন : তিনি নিহত হয়েছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,
দেবতা চান আমরা সেই অজ্ঞাত হত্যাকারীকে
শাস্তিদান করি।

ঈদিপাস : কিন্তু কোথায় সেই হত্যাকারী? দূর অতীতের
সেই হত্যাকাণ্ডের পুরো রহস্য আমরা কি করে
মোচন করবো!

ক্রীয়ন : দেবতার আজ্ঞা : 'সন্ধান করো, তাহলেই পাবে।'

ঈদিপাস : লেয়াসের হত্যাকাণ্ড কোথায় ঘটেছিল? গৃহে,
না প্রান্তরে, না বিদেশ ভূমিতে?

ক্রীয়ন : তিনি তীর্থযাত্রার জন্য গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।
আর সেদিন থেকে তাঁকে আমরা আর কখনো দেখিনি।

ঈদিপাস : তাঁর কোন সঙ্গী বা অনুগামী কি ছিল না
যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, যার সাক্ষ্য কাজে
লাগানো যায় ?

ক্রীয়ন : সবাই নিহত হয়েছিল একজন ছাড়া। ভয়ে
সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসে। নিশ্চিত
করে সে-ও কিছু বলতে পারেনি, শুধু একটি
কথা ছাড়া।

ঈদিপাস : কি সে কথা ? একটি কথাই অন্য ঘটনাসমূহের
দিক নির্দেশ করতে পারে। আমরা যদি সামান্য
একটু ইঙ্গিত-ও পেতাম !

ক্রীয়ন : লোকটির কাহিনী ছিল এরকম :
দস্যুদলের সাথে রাজার ঝগড়া বাঁধে এবং দস্যুরা
তাঁকে হত্যা করে।

ঈদিপাস : দস্যুরা এমন দুঃসাহসী অপরাধ করার সাহস
কোন্‌খানে পেল ?
মনে হয় এখানকার কেউ অর্থ দিয়ে এইকাজে
প্রবৃত্ত করিয়েছিল দস্যুদের।

ক্রীয়ন : তেমন সম্ভাবনার কথা আমাদের মনেও জেগেছে।
কিন্তু এরপর যে দুর্দৈব ঘটতে থাকলো তাতে
এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে হত্যাকারীদের
শাস্তি দেবে!

ঈদিপাস : কি দুর্দৈব ? একজন নৃপতির রহস্যজনক
মৃত্যু হলো, অথচ তোমরা তার কারণ খুঁজলে না ?

ক্রীয়ন : স্ফিংক্সের ধাঁধাগুলো আমাদের রেখেছিল ব্যস্ত,
তাই মৃত লেয়াসের কথা আমরা বিস্মৃত ছিলাম।

ঈদিপাস : আবার নতুন করে অন্বেষণ শুরু করব।
সমস্ত প্রশংসা ঐ আপোলো দেবের, আর
প্রশংসা তোমাদেরও, যেহেতু তোমরা
আমার কর্তব্যকর্ম বুঝিয়ে দিয়েছ :
এই থীবি নগরীর পক্ষে, ফীবাসের পক্ষে
আমি নেবো প্রতিশোধ।
এই ক্লেদ মুছে দেয়া, সে শুধু অপরিচিত
মৃত মানুষের জন্য কর্তব্যপালন নয়,
সে হবে আমারই শরীর থেকে গ্লানি মুছে দেয়া।
এ হত্যার প্রতিশোধ আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যও
সমান জরুরী।

সুতরাং হে আমার সন্তানেরা, ওঠো,
তোমাদের নিবেদিত বৃক্ষশাখা তুলে নাও।
ডেকে আনো ক্যাডমাস বংশের সকল মানুষকে,
আর বলো, এই মুক্ত আকাশের নীচে
নেইকো এমন কিছু যা আমি করতে অক্ষম।
নিশ্চিত এ কথা
ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে একসাথে দাঁড়াই অথবা
একসাথে আমাদের গভীরে পতন।

[ঈদিপাস প্রাসাদাভ্যন্তরে যায়। একজন দূত নগরবাসীদের ডেকে আনতে যায়। যাজক প্রার্থনাকারীদের চলে যেতে বলে।]

যাজক : ওঠো হে সন্তানগণ।
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহামান্য রাজা !
আমরা প্রার্থনা করি, চলো।
হে ফীবাস, তুমি জানিয়েছ উত্তর তোমার
তুমি আমাদের নিরাপত্তা দাও !
আমাদের মুক্ত করো অভিশাপ থেকে।
[থীবিয় বৃদ্ধদের কোরাসের প্রবেশ]

কোরাস

সুমধুর সেই সুর
ভেসে আসে ডেলফির সোনালি মন্দির থেকে
দেবতার স্বর। সুমধুর।
কি সংবাদ পাঠিয়েছে সেই স্বর থীবি নগরীকে ?
বেদনায় ছিঁড়ে যায় হৃদয় আমার !
হে আপোলো, নিরাময় দেবতা ফীবাস,
ত্রস্ত আজ আমি।
জানিনা কি অভিপ্রায় অন্তরে তোমার !
নতুন ঘটনা, নাকি চক্র-বৎসরের ঘূর্ণ্যমান
প্রাত্যাহিক কিছু ?
সোনালী আশার কন্যা, কথা বলো,
এসো এসো মৃত্যুহীনা কথার প্রতিমা।
এসো দেবী অমরা এথীনা,
জিউসের প্রথমা দুহিতা,
তুমি এসো আমাদের নগরে সংস্থিতা
দেবী আর্টেমিস !
এবং তুমিও এসো আপোলো হে ধনুর্ধর বীর
শক্তির ত্রিবেণী-বন্ধ এসো তিনজন,
আমাদের রক্ষা করো, যেমন করেছ বহুবার
অতীত সংকটে আর মারীর গ্রাসন
রুখেছ প্রবল হাতে, আরো একবার
আমাদের রক্ষা করো অগ্নিময় অভিশাপ থেকে,
মারী ও মড়ক থেকে
অপবিত্র মৃত্যু থেকে
পবিত্র ঝর্নার কাছে আমাদের নিয়ে যাও।

অগণন দুঃখ আমাদের।
নগরীর সারা অঙ্গে বিনাশের থাবা

এবং কোথাও নেই মুক্ত সুবাতাস
পবিত্র মাটিতে আর জন্মেনাতো ঘাস
রমণীরা উদ্বাহু চিৎকার করে প্রসবের কালে,
কিন্তু মৃত শিশু শুধু জন্ম লাভ করে।
হায় বিভীষিকা,
মৃত মানুষের আত্মা একে একে উঠে যায় যেন
ঊর্ধ্বগামী পৈশাচিক আগুনের শিখা—
রাত্রির গহন-বুকে ছুঁড়ে দেয়া হাহাকার তীর।

অগণিত শবদেহ নগরীর পথে পথে
পড়ে আছে, শয্যাহীন।
শোকের কান্নার জন্য নেই কেউ।
দূষিত বায়ুর ঢেউ
নগরীর বিষণ্ন আকাশে।
তরুণী বিধবা আর পুত্রহারা মাতা
পূজার বেদীর পাশে
হাঁটু গাড়ে প্রার্থনায়।
জিউস-দুহিতা ওগো সোনার এথিনী,
নেমে এস আমাদের ক্রন্দনের কাছে,
নিয়ে এস তোমার ধবল হাত, সান্ত্বনার বাণী,
শোনো হে, আপোলো দেব,
করো নিরাময়!

যুদ্ধের দেবতা তার বর্শাখানি রেখেছে নামিয়ে,
তবু তো যুদ্ধের ধ্বনি কানে বাজে সকল সময়,
মরণ পিশাচ তার পাখা রাখে আকাশে টাঙিয়ে।
হে দেবতাগণ, তাকে দূর করে দাও
সমুদ্রের দূরতম কোণে ছুঁড়ে দাও,
সে যেন আসে না আর আমাদের গৃহের নিকট!

আবার দিনের আলো প্রস্ফুটিত হোক,
রাত্রির আঁধার যাক সহস্র যোজন দূর।
হে পিতা জিউস!
সকল শক্তির মূল তুমি মুক্তিদাতা,
বজ্রপাণি! দীপ্রঘাতে ধ্বংস করো তাকে,
সুচিরকালের জন্য ধ্বংস হোক যুদ্ধের দেবতা।

হে প্রভু আপোলো,
তোমার ধনুতে করো শরসংযোজন,
নির্ভুল তীরের ঘায়ে বিদ্ধ করো ঘাতকের বুক!
হে উজ্জ্বল আর্টেমিস দেবী!
সোনালি ফিতেয় যার হয়ে থাকে অলকবন্ধন,
আমাদের ত্রাণ করো।
এসো দেব, থীবির বাক্কাস,
উদ্দাম আনন্দময় নৃত্যপর নটরাজ এসো,
তোমার মশাল জ্বেলে দগ্ধ করো মৃত্যুর পিশাচ
—সকল দেবের মধ্যে ঘৃণিত যে মারণ-দেবতা।
[প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে ঈদিপাসের প্রবেশ]

ঈদিপাস : প্রার্থনা করেছ তোমরা। আমি জানি
তোমাদের এ প্রার্থনা বিফলে যাবে না।
আমার কথাকে যদি মান্য করো, শোন,
তোমাদের সাহায্যেই মুক্তি এনে দেবো তোমাদের
শেষ হবে সকল দুঃখের গ্লানি।
আমি আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে—
এ শহরে আগন্তুক—যে ঘটনা এইমাত্র শোনা গেল
তার সব কিছুই তো আমার অজানা,
সামান্য ইঙ্গিত ছাড়া আমার একার পক্ষে
কি করা সম্ভব?
তোমাদের কাছে আমি ঘোষণা করছি—

যদি কোনো থীবিয় মানুষ জানে কার হাতে
ল্যাবডাকাসের পুত্র লেয়াসের মৃত্যু ঘটেছিল
সেই ব্যক্তি সামনে আসুক।
আমার আদেশ।
তাকে আজ বলতে হবে সম্পূর্ণ ঘটনা।

[ঈদিপাস থামে। চারদিকে নীরবতা]

আর যদি কারো কোনো অপরাধ থাকে,
আত্মসমর্পণ করো।
তার শাস্তি হবে লঘু। তাকে আমরা হত্যা করবো না।
থীবির সীমান্ত থেকে শুধু নির্বাসনে
যেতে হবে তাকে।

[শ্রোতারা তবুও নিরুত্তর]

যদি কোন বিদেশী এ হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকে থাকে,
স্বীকার করুক সে-ও। আমি তাকে পুরস্কার দেবো।
তোমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন সে হবে।
আর যদি কোন ব্যক্তি নিজের অথবা তার বন্ধুর ক্ষতির
আশংকায় চুপ থাকে এবং অগ্রাহ্য করে
আমার আদেশ—
তার জন্যে এই শাস্তি—
সে যেই হোক না কেন, সে হবে আশ্রয়চ্যুত,
কারো সাথে তার কোনো সংশ্রব থাকবে না,
প্রার্থনা কিংবা উৎসর্গের সকল উৎসব থেকে
সে হবে বঞ্চিত অপবিত্র, ঘৃণিত মানুষ।
এভাবেই দেবতাকুলের প্রতি, প্রাক্তন রাজার প্রতি
আমার কর্তব্য করব আমি।
আর যে ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ হত্যাকারী তার জন্য
আমার এ অভিশাপ—
কুকুরের ঘৃণিত জীবন হোক তার,

বন্ধুহীন, বিতাড়িত, অভিশপ্ত হোক আমৃত্যু সে।

আর যদি প্রমাণিত হয় সেই লোক আমারই স্বজন
তবে এই অভিশাপ যা এখন উচ্চারণ করলাম
নামুক তা আমারই মস্তকে, আমি গ্রহণে প্রস্তুত।
তোমাদের আজ্ঞা করছি, আমার আদেশ
পালন করবে তোমরা, আমাকে সাহায্য করবে,
দেবতাকে সাহায্য করবে।
সাহায্য করবে এই হতভাগ্য দেশের মাটিকে,
স্বর্গের সম্পাতে দগ্ধ এই দেশ তোমার আমার!

এই ঘৃণ্য অপরাধ বিনা প্রায়শ্চিত্তে যাবে না।
তোমাদের নিহত রাজার মতো একজন মানুষের মৃত্যু
ভুলে যেতে পারো না তোমরা।
স্বর্গের সাহায্য যদি না পেতাম, তবু আমি
খুঁজতাম এই হীন মৃত্যুর কারণ,
কেন না এখন আমার মস্তকে আমি পরে আছি
তাঁরই মুকুট, কেন না এখন তাঁর রাণী আমার মহিষী
আর সন্তানের মাতা।
তাই আমি তাঁর পক্ষ হয়ে লড়ে যাবো,
যেমন আমার নিজের পিতার জন্যে লড়তাম।
পলিড্রাস, ক্যাডমাস আর বৃদ্ধ এ্যাজেনেরের বংশধর
ল্যাবডাকাসের পুত্রের ঘাতক আমি খুঁজে আনবোই।
আমার অবাধ্য হবে যারা তাদের নিমিত্ত অভিশাপ :
তাদের শস্যের ক্ষেত্র হয়ে যাক ফলহীন,
তাদের পত্নীরা হোক বন্ধ্যা—নিষ্ফলা।
আমাদের বর্তমান দুঃখ তাদের নিমিত্ত হোক
চিরদিনের যন্ত্রণা।
আর যারা আমার কথার অনুগামী,

প্রার্থনা তাদের জন্যে :
দেবতার কৃপাদৃষ্টি তোমাদের ওপরে ঝরুক।
কোরাস নেতা : আপনার অভিশাপ আমাকে বাধ্য করছে কথা বলতে।
আমি তাঁকে হত্যা করিনি, এমনকি বলতেও
পারবো না কে তাঁর হত্যাকারী।
প্রশ্ন এসেছে আজ স্বয়ং ফীবাস দেবতার মুখ থেকে,
অপরাধী সনাক্ত করতে একমাত্র তিনিই পারেন।

ঈদিপাস : সত্যি কথা। কিন্তু দেবতাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে
আমরা তো কথা বলাতে পারি না।
মানুষের ক্ষমতা সীমিত।
কোরাস নেতা : অন্য একটি পন্থার কথা বলতে পারি, যদিও তা
শুধুমাত্র দ্বিতীয় উত্তম।
ঈদিপাস : বলো, দ্বিতীয় কি তৃতীয় যে পন্থাই হোক,
সাগ্রহে শুনব।
কোরাস নেতা : আপোলোর গূঢ়বাক্য বুঝতে পারেন এমন মানুষ
একটিই আছেন। তিনি বৃদ্ধ টিরেসিয়াস। তিনিই
সম্ভবত আমাদের দিতে পারবেন রহস্যের সমাধান।
ঈদিপাস : ব্যাপারটি আমিও ভেবেছি। আর তাই ক্রীয়নের
পরামর্শমত দু'জন দূত পাঠিয়েছি তাঁকে আনতে।
আমার অবাক লাগছে তিনি এখনও
আসছেন না কেন।
কোরাস নেতা : এনিয়ে শুনেছি গুজব এন্তার। অবশ্যি তার
বেশির ভাগই গালগল্প।
ঈদিপাস : কি গুজব ? আমি শুনতে চাই।
কোরাস নেতা : শুনেছি রাজার মৃত্যু ঘটেছিল পথে,
পথচারীদের হাতে।
ঈদিপাস : সে রকম আমিও শুনেছি। কিন্তু কে প্রত্যক্ষদর্শী ?
কোরাস নেতা : এমন মানুষ যদি কেউ থাকে, আর আপনার
অভিশাপ শুনেও থাকে অবিচল, তবে সে পাষাণ।

ঈদিপাস : যে ব্যক্তি হত্যায় ভয় পায় নি সে কি ভীত হবে
আমার কথা শুনে ?

কোরাস নেতা : ঐ তো আসছেন টিরেসিয়াস।
তিনিই তাকে খুঁজে বার করবেন। ঐ তো ওরা
নিয়ে আসছেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, সকল সত্যের
প্রতিভূ অন্ধ টিরেসিয়াসকে।

[প্রতিহারীর হাত ধ'রে অন্ধ টিরেসিয়াসের প্রবেশ]

ঈদিপাস : টিরেসিয়াস ! আমরা শুনেছি আপনার কথা।
শুনেছি আকাশ আর ধরিত্রীর সকল ঘটনা
রহস্যের জটাজাল জানা আপনার ;
পবিত্র কদর্য কিংবা স্বর্গীয় কি পার্থিব বিষয়
সকল রহস্য নাকি আপনার নখের দর্পণে।
চোখের আলোক যদি অন্তর্হিত তবে
হৃদয় আলোকে ঠিক দেখেছেন এই নগরীর
কঠিন দুর্দশা।
আপনার সদয় সাহায্য ছাড়া নেই আর কোন পরিত্রাণ।
হয়তো জানেন,
ফীবাসের বেদীমূলে পাঠিয়েছিলাম দূত—
আর সেই মহান দেবতা উত্তরে জানান,
লেয়াসের হত্যাকারী খুঁজে বের ক'রে
দিতে হবে নির্বাসনে—আর তাই
মুক্তির একক পথ, মৃত্যুযজ্ঞ থেকে।
সুতরাং হে প্রাজ্ঞ প্রবীণ,
পক্ষীর গোপন ভাষা কিংবা অন্য যাদুবিদ্যা যদি
জানা থাকে আমাদের সাহায্য করুন।
আমার নিজের জন্যে, নগরী থীবির জন্যে
আপনার জন্যে এ-ই একমাত্র পথ।
আপনার মুখ চেয়ে বসে আছি আমরা সবাই,

নিজের অধীত বিদ্যা অপরের প্রয়োজনে লাগাবার
চেয়ে মহত্তর কোন কিছু নেই।

টিরেসিয়াস : হায়, জ্ঞান কি পাষাণভার ! কি দুর্বহ !
জ্ঞান থেকে লাভের যখন কোন আশা নেই
তখন তো দুঃখ বয়ে যাওয়াই জ্ঞানীদের জন্যে শ্রেয়।
তবু আমি কি করে ভুললাম সেই কথা !
হায়, কেন যে এলাম !

ঈদিপাস : এ কি কথা ? আপনি এতটা বিমর্ষ হচ্ছেন কেন ?

টিরেসিয়াস : আমাকে এখন বাড়ি যেতে দাও। তোমার আমার
উভয়ের জন্যেই তা মঙ্গলজনক।

ঈদিপাস : আপনার জ্ঞাত সত্য যদি গোপনে রাখেন
তবে আপনি এ নগরীর বন্ধু নন। জননী জন্মভূমির
অবাধ্য সন্তান আপনি ; রাজদ্রোহী !

টিরেসিয়াস ; আমি জানি তুমি যা বলছো তা তোমাকে
ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আমার উত্তর তাই
পরিহার করছি আমি।
কেন না ধ্বংস হতে আমিও চাই না।

ঈদিপাস : ঈশ্বরের নামে বলছি, যা কিছু জানেন, বলে যান।
আমরা সবাই নতজানু, অনুনয় করছি :
আমরা সবাই কৃপাপ্রার্থী আপনার।

টিরেসিয়াস : তোমরা সবাই বিভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছাদিত।
আমার গোপন কথা বলতে চাই না, আর
তোমার গোপন কথা বলবারও অভিপ্রায় নেই।

ঈদিপাস : ও ! তা হলে আপনি সব জানেন কিন্তু বলবেন না।
আপনি কি চান থীবি আর আমরা সবাই ধ্বংস হই ?

টিরেসিয়াস : আমি শুধু তোমাকে বাঁচাতে চাই ; এবং নিজেকে।
আর কিছু জানতে চেওনা, কারণ তা অর্থহীন।
আমি কিছুই বলবো না।

ঈদিপাস : কিছু বলবে না ? পাষণ্ড দুর্বৃত্ত !
তোমার এ আচরণে পাথরও ক্রুদ্ধ হবে।
তুমি শেষ পর্যন্ত কি এমন পাষাণ আর
অনড় থাকবে ?
টিরেসিয়াস : দোষারোপ করো না আমাকে। তোমার নিজের দোষ
তোমার অজ্ঞাত। তাই আমাকে দুর্বৃত্ত বলছ।
ঈদিপাস : তোমরা শুনলে সব ? রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি
এমন ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব কখনো ?
টিরেসিয়াস : সত্য একদিন আপনিই প্রকাশিত হবে,
আমার বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই।
ঈদিপাস : কিন্তু সত্য প্রকাশই তো তোমার ব্যবসা !
টিরেসিয়াস : আমি আর কিছু বলব না। যত খুশী
ক্রোধান্বিত হও, আমি নির্বাক থাকব।
ঈদিপাস : তবে শোন, তোমাকে কি মনে করি আমি
অকপটে প্রকাশ করছি।
আমার ধারণা ঐ হত্যাকাণ্ডে তুমিও জড়িত।
তুমি হত্যাকারীদের পরামর্শদাতা।
তুমি যদি চক্ষুষ্মান হতে, তবে বলতাম,
নিজ হাতে তুমি ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ।
টিরেসিয়াস : তাই নাকি ? তবে আমার কথাও শুনে রাখ।
যে অভিসম্পাত তুমি ছড়িয়ে চলেছ তা তোমার মস্তকেই
নিশ্চিত আসবে ফিরে।
আজ থেকে আমার কিংবা অন্য কারো সাথে
একটি বাক্যও তুমি বলতে পারবে না।
শোনো : তুমিই সে ব্যক্তি যার পাপে এ নগরী আজ
কলুষিত। তুমিই সে অভিশপ্ত দুরাচারী।
ঈদিপাস : তোমার তো দুঃসাহস কম নয়।
এর ফলাফল তুমি এড়াতে পারবে মনে কর ?
টিরেসিয়াস : অবশ্যই। সত্যই আমাকে রক্ষা করবে।

ঈদিপাস : এই সব কে তোমাকে শিখিয়েছে ? এ-তো
ভবিষ্যগণনা নয় ।

টিরেসিয়াস : শিখিয়েছ তুমি। তুমিই আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কথা বলতে বাধ্য করেছ ।

ঈদিপাস : আরেকবার বলো। তোমার সকল কথা
স্পষ্ট শুনতে চাই ।

টিরেসিয়াস : স্পষ্টই বলেছি আমি। তুমি কি আমাকে আরো
প্ররোচিত করবে এভাবে ?

ঈদিপাস : সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে চাই তোমার সকল কথা।
পুনরায় বলো ।

টিরেসিয়াস : তোমার ক্রোধকে আরো উদ্দীপিত করি তাই তুমি চাও ?

ঈদিপাস : হ্যাঁ, হ্যাঁ চাই, আমি তোমার বাতুলতার
শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই ।
তুমি যা জান সব কিছু বল ।

টিরেসিয়াস : আমি যা জানি তুমি তা জান না ।
তুমি জানো না তুমি তোমার প্রিয়জনের সাথে যে
জীবন যাপন করছ সে জীবন পাপের, লজ্জার ।
তুমি অজ্ঞ সর্বনাশ সম্পর্কে ।

ঈদিপাস : এই ঔদ্ধত্যের জন্যে তোমাকে আমি কঠিন
শাস্তি দেব ।

টিরেসিয়াস : সত্যের যদি কোন শক্তি থাকে, তুমি আমার
কিছুই করতে পারবে না ।

ঈদিপাস : সত্য শক্তিমান বটে, কিন্তু সে তোমার মতো
চক্ষুহীন, নির্লজ্জ, নির্বোধ মূর্খের জন্যে নয় ।

টিরেসিয়াস : তোমার জন্যে করুণা হয়। তুমি যেসব শ্লেষোক্তি
করছ, একদিন মানুষ তোমাকেই তা
ফিরিয়ে দেবে ।

ঈদিপাস : অন্তহীন অন্ধকারের জীব তুমি, তোমার সাধ্য নেই

আমার কোন ক্ষতি করার।
নেই ক্ষমতা কোন চক্ষুষ্মান মানুষেরও।
টিরেসিয়াস : না, আমি নিজে তোমার পতন ঘটাবো না।
আপোলোই সেজন্যে যথেষ্ট। তিনিই দেখবেন,
ঈদিপাস : (আপোলো-মন্দিরে ক্রীয়নের দৌত্যের সাথে এর
সম্পর্ক আছে ভেবে)
এ ষড়যন্ত্র আসলে কার ? তোমার না ক্রীয়নের ?
টিরেসিয়াস : ক্রীয়ন তোমার শত্রু নয়। তোমার শত্রু তুমি নিজেই।
ঈদিপাস : (আপন মনে)
হায় অর্থ, হা রাজত্ব !
কী অসীম ঈর্ষান্বিত সকলেই তোমাদের প্রতি !
ক্রীয়ন, আমার বন্ধু, বহুদিন যাকে আমি
আপন বুকের কাছে টেনেছি বিশ্বাসে
সে-ই কিনা বিশ্বাস ঘাতক !
যে মুকুট নগরবাসীরা ভালবেসে একদিন
পরিয়েছে আমার মস্তকে, সেই উপহার
চুরি করে নিতে চায় চতুর ক্রীয়ন !
আমি জানি সেই ধূর্ত পাঠিয়েছে একে,
এই অন্ধ প্রতারণাকারী, যার
যাদুবিদ্যা রাখে শুধু টাকার থলিতে চোখ,
ভবিষ্যদ্বাণী তার অন্ধ যদিও।
[টিরেসিয়াসকে]
তুমি তো ভবিষ্যৎ বক্তা।
স্ফিংক্স যে সময় সবাইকে হত্যা করছিল,
তখন কোথায় ছিল
তোমার ক্ষমতা ? তুমি কেন তখন প্রশ্নের
উত্তর দাওনি তার ? নগরীকে উদ্ধার করনি ?
লোকের অবুদ্ধিগম্য ধাঁধার উত্তর দেয়া
তোমার উচিত ছিল,

কিন্তু তখনতো এই সব বুজরুকি দেখিনি তোমার।
তোমার সে পক্ষীশাস্ত্র, দিব্যজ্ঞান সবাই তো
নিশ্চুপ ছিল।
সে সময় প্রয়োজন হয়েছিল আমার মতন মূর্খের—
স্ফিংক্সের প্রশ্নের উত্তর আমিই কি দিইনি সেদিন,
যাদুমন্ত্র দ্বারা নয়, শুধু বুদ্ধি দ্বারা।
আর আজ তুমি চাচ্ছ আমাকে তাড়াতে, যাতে
ক্রীয়ন রাজত্ব পেলে দধিঘৃতে অংশ পেতে পারো।
তোমাকে পস্তাতে হবে, মনে রেখো, আর
তোমার সাঙাৎ ক্রীয়নকেও।
তুমি বৃদ্ধ না হলে এ শঠতার মূল্য টের পেতে!

কোরাস নেতা : মনে হয়, আপনারা দু'জনেই ক্রোধান্বিত হয়ে
কথা বলছেন।
এ শুভ লক্ষণ নয়।
আমাদের উপর যে গুরুভার অর্পিত হয়েছে
সবার উচিত তা সম্মিলিত ভাবে বয়ে নেওয়া।

টিরেসিয়াস : তুমি রাজা, কিন্তু প্রত্যুত্তরে আমারও রয়েছে অধিকার।
তোমার ভৃত্য আমি নই, আপোলো আমার প্রভু।
ক্রীয়নের অনুকম্পা আমার কিসের প্রয়োজন ?
আমার অন্ধত্ব নিয়ে উপহাস করছ, কিন্তু তুমিও তো
চক্ষুষ্মান অন্ধ। জান না কাদের সাথে তুমি
বাস করছ ! ঘৃণিত পুরীষরাশির মধ্যে নিমজ্জিত তুমি !
জান কে তোমার পিতা ? মাতা ? জান কি তোমার
জীবিত ও মৃত সব আত্মজনের শত্রু তুমি ?
জনক ও জননীর সম্মিলিত অভিশাপ দু'ধারি
খড়গের মতো
তোমাকে নির্মূল করবে এদেশ থেকে
তোমার ঐ দৃষ্টিধর চোখে নেমে আসবে অন্ধকার,
তোমার করুণ চিৎকার উচ্চকিত হবে প্রান্তরে প্রান্তরে,

সিথ্রনের কোণে কোণে শোনো যাবে তার প্রতিধ্বনি।
তখন জানবে তুমি যে-বিবাহ তোমাকে এনেছে
আশা ও সুখের তীরে, কি তার প্রকৃত অর্থ।
আরও গূঢ় যন্ত্রণায় ধূলিসাৎ হবে জানবে যখন
তোমার সন্তানগণ আসলে তোমার কে ?
যত খুশী ক্রীয়ন ও আমার নামে বিষোদ্গার কর,
কেন না তুমিই হবে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ঘৃণ্যতম।

ঈদিপাস : এসবও সহ্য করতে হবে ? এই মুহূর্তে
আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।
এসেছ যেখান থেকে ফিরে যাও, যাও।

টিরেসিয়াস : যাচ্ছি। তোমার ইচ্ছায় আমি এখানে এসেছি
নিজের ইচ্ছায় নয়।

ঈদিপাস : যদি জানতাম কি উন্মাদ প্রলাপ আমাকে শুনতে হবে,
তোমাকে ডাকতাম না।

টিরেসিয়াস : আমাকে উন্মাদ ভাবতে পার তুমি—
তোমার জনক আর জননীর কাছে আমি
উন্মাদ ছিলাম না।

ঈদিপাস : ক্ষান্ত হও ! বলো, কে আমার জন্মদাতা ? জন্মদাত্রী ?

টিরেসিয়াস : আজকের দিনের মধ্যেই তোমার জন্ম ও মৃত্যুর
রহস্য প্রাঞ্জল হবে।

ঈদিপাস : ধাঁধা ছাড়ো। পরিষ্কার করে বলো।

টিরেসিয়াস : তুমি তো ধাঁধার উত্তর দেবার জন্যে খ্যাত।

ঈদিপাস : উপহাস করো না। ঐক্ষমতাই আমাকে
দিয়েছে গৌরব।

টিরেসিয়াস : হ্যাঁ, তোমার গৌরব এবং তোমার ধ্বংস-ও।

ঈদিপাস : তাই যদি হয়, তবু আমি তৃপ্ত। এই শহরকে আমি
ধ্বংস থেকে উদ্ধার করেছি।

টিরেসিয়াস : বেশ, আমি এখন গৃহে ফিরব।
বালক, আমার হাত ধরো।

ঈদিপাস : তাই যাও। তোমার সঙ্গ বিরক্তিকর বৈ কিছু নয়।
যা, ওকে নিয়ে যা।
টিরেসিয়াস : যাব, তবে এখনি যাব না।
শেষ কথা বলে তবে যাব।
লেয়াসের যে হত্যাকারীকে তুমি খুঁজতে ব্যস্ত,
সেই ব্যক্তি এখানেই আছে।
তার পরিচয় একজন বিদেশীর,
কিন্তু অচিরেই প্রকাশিত হবে, মূলতঃ সে
জন্মসূত্রে থীবির সন্তান
চক্ষুষ্মান এসেছিল, ফিরে যাবে অন্ধ, দৃষ্টিহীন ;
সে এখন বিত্তবান, ভিক্ষাবৃত্তি হবে তার
দুঃখের জীবিকা
বিদেশ বিভুঁইয়ে তাকে টেনে নিতে হবে
অশক্ত শরীর,
সন্তানের হাত ধরে, যে-সন্তান এক অর্থে
নিজের ভ্রাতাও।
সেই ব্যক্তি তার নিজ জননীর স্বামী,
যাও, অন্দরে নিভৃতে গিয়ে চিন্তা করো,
যদি আমি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হই
তখন আমাকে বলো অন্ধ, যত খুশি।

[টিরেসিয়াসের প্রস্থান]

কোরাস

অমরার পূত কণ্ঠ শোনা যায় অই।
ডেলফির পবিত্র পর্বত থেকে ভেসে আসে বাণী—
রক্তপাত করেছে যে তার মুক্তি নেই,
রাজঘ্ন পাপীর জন্যে নেই বরাভয়।

কে সেই পাপিষ্ঠ লোক,

অশ্বের দ্রুততা নিয়ে দুই পায়ে পালাক এখনি,
খুঁজে নিক নিজের আশ্রয়।

আকাশে প্রস্তুত হলো নিষ্করুণ দেবতা আপোলো,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত, হাতে তার বজ্রের অশনি,
নিয়তির চক্রব্যূহ পাপীর চৌদিকে,
ঘিরে তাকে অগণন রুদ্র দেবযোনি।

ধবল তুষার দেখো পার্নাসাস শিখর চূড়ায়
জ্বালিয়ে রেখেছে দীপ্র নির্দেশ ফলক—
খুঁজে নিতে হবে এক নিরুদ্দিষ্ট পাপী।
কোথায় লুকালো সে ? পর্বতের নির্জন গুহায় ?
নাকি দূর গহন বনের মধ্যে বন্ধুহীন ঘোরে সে পাতক ?
একাকী বিধুর তার পথ পালাবার
মৃত্যুহীন আপোলোর বজ্রের নির্ঘোষ তার
কানে বাজে। খোঁজে তাকে ধ্বংসের দূতেরা।

প্রাজ্ঞ ভবিষ্যৎবক্তা বলেছেন নিদারুণ কথা।
আমরা জানি না তাকে করবো বিশ্বাস, নাকি
অবিশ্বাসে ঠেলে দেবো দূরে।
অন্ধকার চারিদিকে, দেখিনা অন্যথা,
বুঝিনা কিছুই আর চক্ষুহীন ভয়
গিলে খায়, সবকিছু বিলীন আঁধারে।
থিবী আর করিন্থের মধ্যে কোন শত্রুতা কি ছিল,
যার জন্য পলিবাস-পুত্র ঈদিপাস
আজ এই ধিক্কারের কারণ হবেন ?
রাজাকে আমরা জানি অজানা ঘাতক
এক হত্যা করেছিল,
সেই জন্যে নিগৃহীত হবে আজ বর্তমান রাজা ?

সব সত্য জানে শুধু জিউস আপোলো,
জীবনের সবসূত্র ধরা আছে আঙুলে তাদের—
ভবিষ্যৎ বক্তা যারা তারাতো মানুষ বৈ অন্য কিছু নয়,
তাঁরা কি নির্ভুল হন সকল সময় ?

সুতরাং অপবাদ প্রমাণিত হোক,
তারপর আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি—
তার আগে নয়।
মনে আছে এই সেই লোক
একদা যে প্রজ্ঞা দিয়ে নগরীকে করেছিল ত্রাণ
যখন বিপন্ন থীবি স্ফিংক্সের আক্রোশে—
কি করে জানাবো তাকে নিন্দাবাদ আজ বিনাদোষে ?

[ক্রীয়নের প্রবেশ]

ক্রীয়ন : নাগরিকবৃন্দ ! আমি শুনলাম ঈদিপাস নাকি
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।
কিন্তু এ আমি সহ্য করবো না।
তিনি যদি মনে করেন যে, এই দুর্যোগের মুহূর্তে
আমি তাঁর জন্যে ক্ষতিকর কোন কাজ করেছি, কিংবা
কোন কথা বলেছি, তবে আমার মৃত্যু হোক।
আহত সম্মান নিয়ে জীবনকে দীর্ঘায়িত
করতে চাই না।
কারণ এ অভিযোগ সামান্য নয়, এ অভিযোগ
আমার সমস্ত জীবনকে নিয়ে।
যদি আপনারা মনে করেন, যদি আমার স্বদেশ মনে করে
আমি বিশ্বাসঘাতক ,তবে সে হবে মৃত্যুর অধিক।

কোরাস নেতা : মনে হয় অভিযোগগুলো ক্রোধের মুহূর্তে উচ্চারিত।
সুচিন্তিত কোন কিছু নয়।

ক্রীয়ন : তিনি কি বলেছেন যে, আমার প্ররোচনায় ঐ
ভবিষ্যৎবক্তা তার মিথ্যা ভাষণ করেছে ?

কোরাস নেতা : হ্যাঁ বলেছেন। কিন্তু কি কারণে বলেছেন তা
আমার জানা নেই।

ক্রীয়ন : একবারও কেঁপে ওঠেনি চোখের পাতা
একথা উচ্চারণের সময় ? তুমি মনে কর
পূর্ণ জ্ঞানে তিনি এই অভিযোগ এনেছেন
আমার বিরুদ্ধে ?

কোরাস নেতা : রাজার মনের কথা আমার মতন মানুষের কাছে
দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু ঐতো নিজেই আসছেন তিনি।

[ঈদিপাসের প্রবেশ]

ঈদিপাস : কে ? তুমি ? কী সাহসে তুমি এখানে এসেছ ?
আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আমার রাজমুকুট
হরণ করার দুরভিসন্ধি নিয়ে কি দুঃসাহসে
এখানে দাঁড়িয়ে আছ ? তুমি কি ভেবেছ
আমি কাপুরুষ ? নির্বোধ ? তুমি মনে কর
তোমার এ ষড়যন্ত্র বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই ;
অথবা তা ধ্বংস করার মত বুদ্ধি ?
কি নির্বোধ তুমি ? বন্ধুহীন, বিত্তহীন হয়ে
কি করে সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ালে, ক্রীয়ন ?
রাজত্বপ্রাপ্তির জন্যে জনবল অর্থবল উভয়ের
প্রয়োজন, এ কথা কি তোমার অজানা মূর্খ ?

ক্রীয়ন : আমার কথা শুনুন। তারপর বিচার করবেন।

ঈদিপাস : তোমার বাগ্মীতা আমাকে শেখাবে কিছু
এমন ধারণা কম। শুধু জানি, তুমি
আমার ঘৃণ্যতম শত্রু।

ক্রীয়ন : আগে শুনুন আমার কথা।

ঈদিপাস : তুমি নির্দোষ একথা ছাড়া অন্য কথা থাকলে বল।

ক্রীয়ন : আপনার এই একগুঁয়েমী আপনাকে সাহায্য
করবে বলে বিশ্বাস করেন ?

ঈদিপাস : নিকটজনের ক্ষতি করে রক্ষা পাবে বলে বিশ্বাস কর ?

ক্রীয়ন : এমন বিশ্বাস করলে আমি নির্বোধ। কিন্তু বলুন, আপনার কী ক্ষতি করেছি বলে আপনার ধারণা।

ঈদিপাস : তুমিই কি ঐ বাচাল গণকঠাকুরকে এখানে পাঠাওনি ?

ক্রীয়ন : হ্যাঁ পাঠিয়েছিলাম। পুনর্বার পাঠাতেও অসম্মত নই।

ঈদিপাস : বল, কতদিন আগে লেয়াসের...

ক্রীয়ন : লেয়াসের...কি ? আমি বুঝতে পারছি না।

ঈদিপাস : লেয়াস...নিরুদ্দিষ্ট হন ?

ক্রীয়ন : সে তো অনেক আগের কথা।

ঈদিপাস : ঐ গণকঠাকুর কি তখনও তার পেশায় নিযুক্ত ছিল ?

ক্রীয়ন : হ্যাঁ, আর তিনি তখনও এমনি সম্মানের পাত্রই ছিলেন।

ঈদিপাস : সে কি তখন আমার সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেছিল ?

ক্রীয়ন : আমি অবশ্যি তেমন কিছু শুনিনি।

ঈদিপাস : হত্যা সম্পর্কে তোমরা কোন অনুসন্ধান চালিয়েছিলে ?

ক্রীয়ন : হ্যাঁ, তবে তা ছিল বৃথা শ্রম মাত্র।

ঈদিপাস : কিন্তু ঐ সর্বজ্ঞানী গণকঠাকুর সে সময় নিশ্চুপ ছিলেন কেন ?

ক্রীয়ন : আমার জ্ঞানের বাইরে আমি পদার্পণ করি না।

ঈদিপাস : কিন্তু একটি ব্যাপার তুমি ঠিকই জান। বুদ্ধিমান হলে উত্তর দাও।

ক্রীয়ন : তোমার কি মনে হয় না যে, তোমার প্ররোচনা ছাড়া ঐ গণক আমাকে লেয়াসের হত্যাকারী বলে অভিহিত করার দুঃসাহস কখনো পেতো না।

ক্রীয়ন : তিনি যদি তা বলে থাকেন, তবে আপনিই তা ভাল জানেন। কিন্তু আপনি প্রশ্ন শেষ করেছেন, এবার আমার প্রশ্ন করার পালা।

ঈদিপাস : যা খুশী প্রশ্ন কর। কিন্তু আমি নিশ্চিত
রক্তপাতের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না।
ক্রীয়ন : আপনি কি আমার ভগ্নীর স্বামী ?
ঈদিপাস : হ্যাঁ।
ক্রীপন : থীবির সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁরও সমান অধিকার ?
ঈদিপাস : তাঁকে অদেয় আমার কিছু নেই।
ক্রীয়ন : এই ক্ষমতা ও সম্মানের তৃতীয় অধিকারী
কি আমি নই ?
ঈদিপাস : হ্যাঁ, আর সেজন্যই তুমি বিদ্রোহী নও,
বিশ্বাসঘাতক।

ক্রীয়ন : কিঞ্চিৎ নিজের মনে ভেবে দেখলেই বুঝবেন
আমি বিশ্বাসঘাতক নই।
শান্ত আর নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন ছেড়ে
কে স্বেচ্ছায় বেছে নেয় রাজ্যভার ?
কে চায় শংকাকুল দিবারাত্রি ?
অন্তত আমি তা চাই না।
রাজত্বের প্রত্যাশী ছিলাম না কখনো। আমি জানি
বাহ্যশোভা, আড়ম্বর, রাজত্বের সবটুকু নয়।
আমি তো এখন এম্নিতেই রাজত্বের সবটুকু সুখ
আপনার সৌজন্যে পাচ্ছি ; আমার প্রার্থনা
অপূর্ণ রাখেন না আপনি।
কিন্তু ঐ সিংহাসনে যদি বসতাম, বড়ো শংকা আর
দুশ্চিন্তায় ভরা হতো আমার জীবন।
নাঃ, আমিতো এম্নিতেই যথেষ্ট ক্ষমতাবান,
কন্টকে ভরা ঐ রাজমুকুটের জন্যে
কেন লালায়িত হবো ?
মানুষ আমাকে ভক্তি করে, আমি সকলের বন্ধু—
আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থীরা আমার কাছেই
আসে প্রথমতঃ

কেননা তাদের ইচ্ছা পূরণের এটিই সম্ভাব্য পথ
একথা তাদের জানা।
আমার জীবনধারা কোন দুঃখে পাল্টাতে যাবো ?
কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক হতেই পারে না
আর অপরের ষড়যন্ত্রে সহায়ক হব এমন মানসিকতা
কোন কালে আমার ছিল না।
আর যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চান
নিজে ডেলফির মন্দিরে যান,
জিজ্ঞেস করুন আমি যে সংবাদ বহন করেছি
সে সংবাদ সত্য কিনা।
দ্বিতীয়তঃ গণকবৃন্দের সাথে আমার সংযোগ যদি
আবিষ্কৃত হয়, মৃত্যুদণ্ড দেবেন আমাকে
কিন্তু অন্ধ সন্দেহের নীরব শিকার হতে
রাজী নই আমি।
কোনো সৎ মানুষের সততা সন্দেহ করা অন্যায়,
যেমন অন্যায় অসৎকে সৎ বলে গণ্য করা।
অনুগত বান্ধবকে ত্যাগ করা নিজ প্রিয় জীবনকে
ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার মতোই নির্বুদ্ধিতা।
সময় আপনাকে এ-সত্য শেখাবে, কেননা কেবল
সময়ই মানুষের সাধুতার নির্ভুল প্রমাণ। আর
পাতকীর মুখোশ খোলার জন্যে প্রয়োজন
একটি মাত্র দিন।

কোরাস নেতা : তিনি সত্য বলেছেন,
বুদ্ধিমান মানুষের প্রণিধানযোগ্য কথা।
দ্রুত চিন্তা প্রায়শই নিরাপদ হয় না।

ঈদিপাস : কিন্তু শত্রুরা যখন দ্রুত অগ্রসর হয়
এবং আঘাত হানে
সে সময় দ্রুততার সাথেই হানতে হয় প্রত্যাঘাত।
আমি কি অপেক্ষা করবো বসে বসে, আর

আমার শত্রুরা নেবে আমাকে ধ্বংসের জন্যে
সুবর্ণ সুযোগ ?

ক্রীয়ন : তাহলে কী চান আপনি, আমার নির্বাসন ?

ঈদিপাস : না, নির্বাসন অবশ্যই নয়, আমি চাই তোমার মৃত্যু।

ক্রীয়ন : কিন্তু কী অন্যায় করেছি আমি ?

ঈদিপাস : এখনো তোমার একগুঁয়েমি যায় নি ?

ক্রীয়ন : না। কারণ আপনি ভ্রান্ত।

ঈদিপাস : আমি জানি আমি নির্ভুল।

ক্রীয়ন : আপনার নিজের চোখে, আমার দৃষ্টিতে নয়।

ঈদিপাস : তুমি পাষণ্ড।

ক্রীয়ন : কিন্তু যদি মিথ্যা হয় আপনার অভিযোগ ?

ঈদিপাস : শাসনের ক্ষমতা আমার !

ক্রীয়ন : দুঃশাসনের নয় !

ঈদিপাস : থীবির বাসিন্দাবর্গ, শোন ! শোন আমার নগরী !

ক্রীয়ন : নগরী একার নয় আপনার। আমি নিজেও
থীবির মানুষ।

কোরাস নেতা : প্রভুগণ, ক্ষান্তি দিন। আর নয়।
ঐ যে রাণী জোকাস্টা আসছেন। হয়তো তিনিই
আপনাদের কলহের মীমাংসা করতে পারবেন।

[প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে জোকাস্টার প্রবেশ]

জোকাস্টা : এমন উন্মত্ত কলহের কারণ কি ?
ভয়াবহ দুর্বিপাকে নিমজ্জিত আমরা সবাই,
আর এ সময় ব্যক্তিগত ক্রোধ নিয়ে কলহ করতে
তোমাদের লজ্জা হয় না ?
ক্রীয়ন, এখন বাড়ি যাও। ঘরে চলো ঈদিপাস।
ক্ষুদ্র বিষয়কে ভয়াবহ করে তুলো না এভাবে।

ক্রীয়ন : না ভগ্নি। তোমার স্বামী আমাকে কঠিন দণ্ড
দিয়েছেন। হয় মৃত্যু, নয় নির্বাসন।

ঈদিপাস : দিয়েছি, কেননা সে আমার বিরুদ্ধে গূঢ়
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
ক্রীয়ন : আমি যদি কোন ষড়যন্ত্র করে থাকি, তবে
আমার মস্তকে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসুক।
জোকাস্টা : ঈশ্বরের নামে, ঈদিপাস, ওকে বিশ্বাস কর।
তার শপথবাক্যের নামে, আমার নামে, এখানে
উপস্থিত সকলের নামে তুমি তাকে বিশ্বাস কর।
কোরাস : সম্মত হোন রাজা, সম্মত হোন,
সদয় হোন রাজা, নমিত হতে শিখুন।
ঈদিপাস : কি জন্যে নমিত হবো ?
কোরাস : তাঁর শপথই হোক তাঁর রক্ষাবর্ম।
তিনি আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হননি কখনো।
ঈদিপাস : তোমরা কি প্রার্থনা করছ, জানো ?
কোরাস : জানি।
ঈদিপাস : জানো যদি, পুনর্বার বলো।
কোরাস : তিনি তাঁর বন্ধুত্বের পবিত্র শপথ উচ্চারণ করেছেন।
নগণ্য কারণে বন্ধুত্বকে অস্বীকার সমুচিত নয়।
ঈদিপাস : তোমাদের প্রার্থনার অর্থ হলো হয় আমার মৃত্যু
নতুবা আমার নির্বাসন থীবি থেকে।
কোরাস : দূর হোক এমন জঘন্য চিন্তা।
শপথ তোমার নামে, সূর্যদেব।
এমন অসৎ চিন্তা বুকের গভীরে যদি থাকে,
ধ্বংস আর অভিশাপ দাও আমাদের।
মারীতে মৃত্যুতে আজ মুহ্যমান আমাদের মন,
নতুন আঘাতে করো না বিক্ষত আর তাকে,
পুরাতন ক্ষতে আর
কোরোনো নতুন কোন দুঃখ সংযোজন।
ঈদিপাস : তবে তাই হোক, ওকে যেতে দাও।
যদিও এর অর্থ আমার মৃত্যু কিংবা

অসম্মানে নির্বাসন। শুধু তোমাদের কথা
শুনে ওকে করুণা করলাম।
ওর জন্যে আমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত ঘৃণা
ছাড়া কিছু নেই।
ক্রীয়ন : ক্রোধে তুমি যেমন প্রচণ্ড, করুণায় তেমনি স্বেচ্ছাচারী।
এরকম প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের ভাগ্যে
দুঃখ অনিবার্য।
ঈদিপাস : দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।
ক্রীয়ন : যাচ্ছি। তোমার এ অন্যায় বয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছি।
কিন্তু এরা (কোরাসকে লক্ষ্য করে) আমার প্রতি
সুবিচার করবে।
[ক্রীয়নের প্রস্থান]
কোরাস নেতা : আর দেরী কেন, মহোদয়া,
রাজাকে সুস্থির করে অভ্যন্তরে নিয়ে যান।
জোকাস্টা : তার আগে জানতে চাই কলহের উৎস কি ?
কোরাস নেতা : অযথা সন্দেহ আর ভিত্তিহীন দোষারোপ
ক্রুদ্ধ করে মানুষকে।
জোকাস্টা : তারা কি পরস্পরকে দোষারোপ করেছে উভয়ে ?
কোরাস নেতা : হ্যাঁ।
জোকাস্টা : কি কারণে ?
কোরাস নেতা : পুনর্বার একথা জিগ্যেস করবেন না।
আমাদের দেশের জন্য লজ্জার চূড়ান্ত হলো,
বাকীটুকু যে রকম আছে থাকতে দিন।
ঈদিপাস : তোমাদের উপদেশ আমার ক্রোধকে দুর্বল করেছে।
আর এই তার ফল।
কোরাস : আমি তো বলেছি রাজা, বলব আবার,
বিশ্বাস করুন।
এতটা উন্মাদ নই, আপনার বাহুযুগ থেকে
নিজেকে সরিয়ে নেব নির্বোধের মতো।

আপনার জ্ঞান দিয়ে একদিন এই নগরীকে
সুনিশ্চয় ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন ;
বিনাশী ঝড়ের কালে কূলে এনেছেন তার তরী—
পুনর্বার রক্ষাকর্তা হোন আজ, মিনতি আমার।
জোকাস্টা : স্বর্গের শপথ, তোমরা আমাকে বল, কেন এই
বিষোদ্গার ? এ উন্মাদ আক্রোশ কিসের জন্যে ?
ঈদিপাস : তোমাকে বলব। তুমি এদের সবার চেয়ে আমার আপন।
জোকাস্টা : কী করেছে ক্রীয়ন, যার জন্য তুমি এত ক্রুদ্ধ ?
ঈদিপাস : সে বলে আমিই নাকি লেয়াসের হত্যাকারী।
জোকাস্টা : নিজে বলেছে সে ?
ঈদিপাস : সেই তো শঠতা তার। এক ধূর্ত গণকঠাকুরকে সে
নিয়োগ করেছে একথা বলার জন্যে।
জোকাস্টা : তাহলে ওসবে তুমি ভয় পেওনা। কেন না
ভাগ্যগণনায় মানুষের কিছু যায় আসে না।
আমি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে পারি।
আপোলোর কাছ থেকে—ঠিক তার কাছ থেকে নয়
—তার পুরোহিতদের কাছ থেকে
ভবিষ্যদ্বাণী এসেছিল :
লেয়াস তার নিজ সন্তানের হাতে নিহত হবেন।
আর সে সন্তান নাকি জন্ম নেবে আমারই গর্ভে।
কিন্তু আসলে কি ঘটেছে ? সবাই জানে
লেয়াসের মৃত্যু ঘটেছিল অজানা দস্যুর
হাতে, রাস্তায়—এক তেমাথার ওপর।
আর সেই সন্তানকে লেয়াস তো জন্মের তিন দিন
পর নিজে নয়, অন্যকে দিয়ে, পর্বতের চূড়া থেকে
নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।
সুতরাং দেখো, আপোলো তো ব্যর্থ,
তাঁর বাণী ব্যর্থ—
সন্তান তো হত্যা করেনি পিতাকে, আর লেয়াসেরও

সন্তানের হাতে নিহত হবার ভয়াবহ দুর্ভাগ্য
ঘটেনি। এই তো ভবিষ্যৎবাণীর ফলাফল!
ঐসব কথায় তবে কেন কান দেবে?
দেবতা নিজেই স্ফুট করবেন সত্য, যখন সময় হবে।

ঈদিপাস : জোকাস্টা, পত্নী আমার! তুমি যা বললে তাতে
ভয় এসে গ্রাস করছে আমাকে, কেঁপে উঠছে
আমার অন্তরাত্মা, আমার মনের পশ্চাৎ কবাট
খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি যেন
দেখতে পাচ্ছি...

জোকাস্টা : কেন, তোমার কী হয়েছে? অমন কাঁপছ কেন?

ঈদিপাস : তুমি কি বলনি যে, লেয়াস নিহত হন রাস্তায়,
একটা তেমাথার ওপর?

জোকাস্টা : জনশ্রুতি সেরকমই। এখনও লোকে তাই জানে।

ঈদিপাস : কোথায় সে স্থান? কি সেই দেশের নাম?

জোকাস্টা : সে স্থানের নাম ফসিস্—যেখান থেকে একটি পথ
চলে গেছে ডেলফির দিকে, অন্যটি ডার্ভালিয়ায়।

ঈদিপাস : কতদিন আগের ঘটনা সেটা?

জোকাস্টা : থীবির রাজভার যখন গ্রহণ কর তুমি
তার কিছু দিন আগেই আমরা এ সংবাদ পাই।

ঈদিপাস : হায় জিউস, কি ভাগ্য নির্ধারণ করেছ আমার জন্যে?

জোকাস্টা : কী ভয়ে সন্ত্রস্ত তুমি ঈদিপাস? অমন করছ কেন?

ঈদিপাস : না আমাকে কোন প্রশ্ন করো না।
বলো লেয়াস কেমন ছিলেন দেখতে? বয়স
হয়েছিল কত?

জোকাস্টা : তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন, সাদার ছোঁয়া
লেগেছিল তাঁর চুলে, দেখতে ছিলেন অনেকটা
তোমার মত।

ঈদিপাস : হা ঈশ্বর। আমি কি তাহলে নিজেকেই
অভিশপ্ত করেছি অজ্ঞাতে?

জোকাস্টা : তুমি কী বলছ ? আমার ভয় করছে।

ঈদিপাস : তাহলে তো ঐ গণক অন্ধ ছিল না। কিন্তু কি করে
এ সম্ভব ? আর একটি মাত্র প্রশ্ন—
তাহলেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারব।

জোকাস্টা : আমার ভীষণ ভয় করছে। যা জানি তাই বলব।

ঈদিপাস : রাজা কি একাকী ছিলেন ? নাকি তাঁর সাথে
অস্ত্রধারী রাজকীয় রক্ষীবৃন্দ ছিল ?

জোকাস্টা : পাঁচ জন রক্ষী ছিল তাঁর সাথে। একজন ঘোষক
সামনে ছিল আর রাজা শকটে চড়ে যাচ্ছিলেন।

ঈদিপাস : হা ঈশ্বর। সব কিছু ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে...।
কিন্তু জোকাস্টা, এ সংবাদ কে তোমার কাছে
পৌঁছে দিয়েছিল ?

জোকাস্টা : একজন ভৃত্য। সেই একমাত্র প্রাণ নিয়ে
ফিরে আসতে পেরেছিল।

ঈদিপাস : সে কি এখনও এই প্রাসাদে আছে ?

জোকাস্টা : না। ফিরে এসে সে যখন দেখল
তুমি মৃত রাজার স্থলে রাজ্যভার গ্রহণ করেছ,
তখন সে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাল
যে, সে পাহাড়ে চলে যাবে মেষপালক হয়ে—
নগরীর দৃষ্টি সীমা থেকে বাইরে, বহুদূরে।
আমি তাকে যেতে দিলাম। বেচারা !
অবশ্যই এর চেয়ে ভালো পুরস্কার প্রাপ্য ছিল ওর,
কারণ সে ছিল একজন অনুগত ভৃত্য।

ঈদিপাস : তাকে কি এখানে, এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ?

জোকাস্টা : হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তাকে আনতে চাও কেন ?

ঈদিপাস : হায় পত্নী ! আমি ঈতিমধ্যেই অনেক বেশী বলে
ফেলেছি। তাই তাকে এখন আমার ভীষণ প্রয়োজন।

জোকাস্টা : সে অবশ্যই আসবে। তবে স্ত্রী হিসাবে আমি
শুনতে চাই কিসের ভয়ে তুমি এমন মুষড়ে পড়েছ।

ঈদিপাস : যতটুকু বুঝতে পারছি,
তুমি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই
যার কাছে আমি এ মুহূর্তে সব কথা বলতে পারি
শোন :
করিন্থের রাজা পলিবাস ছিলেন আমার পিতা ;
আমার মাতার নাম মেরোপি। স্বদেশে
আমার সম্মান ছিল অনেক উঁচুতে।
কিন্তু একদিন ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা, আর
আমিও হয়তো তাকে সে সময় অতিরিক্ত গুরুত্বই
দিয়ে বসেছিলাম।
একদিন এক ভোজের সভায় এক মাতাল নেশার ঘোরে
আমাকে বলল আমি নাকি আমার পিতার পুত্র নই।
আমি ক্রুদ্ধ হলেও নিজেকে সংযত রাখলাম।
পরদিন আমি আমার পিতামাতার কাছে এর
সত্যতা জানতে চাইলাম।
তাঁরা এই রটনাকারীর বিরুদ্ধে ভীষণ উষ্মা
প্রকাশ করলেন। আমি আশ্বস্ত হলাম,
কিন্তু অন্তরের ক্ষত নির্মূল হলো না। আর তা ছাড়া
ঐ কুৎসাও মুখ থেকে মুখে ছড়াতে থাকলো।
তাই একদিন পিতামাতার অজ্ঞাতে আমি
ডেলফির মন্দিরে গেলাম।
আমার প্রশ্নের কোন উত্তর ফীবাস দিলেন না,
বরং যে ভবিষ্যৎবাণী আমাকে শুনতে হলো
তা ভয়াবহ ঃ আমি জানলাম,
আমি আমার মাকে বিবাহ করব
আর পিতা হবো অভিশপ্ত সন্তানবর্গের
পৃথিবী যাদের দেখে ঘৃণায় কুঞ্চিত হবে—
আর হত্যা করবো নিজের পিতাকে।
আমি পালালাম করিন্থ থেকে ; আমার এবং

করিন্থের মাঝখানে জেগে থাকলো তারার প্রাচীর।
প্রতিজ্ঞা করলাম ঘরে আর ফিরে যাবো না। পালিয়ে
এলাম দেবতা আপোলোর সেই দৈববাণীর বীভৎস
সম্ভাবনা থেকে।
আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাকে নিয়ে এলো
সেই স্থানে যেখানে তোমাদের রাজা লেয়াস
নিহত হন।
জোকাস্টা, আমার পত্নী, এ-ই হলো সত্য।
আমি যখন সেই তেমাথায় এলাম, তখন সাক্ষাৎ হলো
একজন ঘোষকের সঙ্গে। অশ্ববাহী শকটে যাচ্ছিলেন
একজন ব্যক্তি যার বর্ণনা তুমি এইমাত্র দিয়েছ।
ঐ ঘোষক আমাকে জোর করে হটিয়ে দিতে চাইলো
পথ থেকে, আর তার প্রভু শকটের মধ্য থেকে
আমাকে ধমকাতে লাগলেন।
হঠাৎ শকটচালক আমাকে ধাক্কা দিল। আমি
প্রচণ্ড রোষে তাকে উল্টো আঘাত করলাম।
বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যাপারটি দেখে চালকের দুই মাথাঅলা
চাবুকের গোড়া দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলেন।
তাঁর এই মূর্খতার প্রতিদান সঙ্গে সঙ্গেই
পেলেন তিনি,
বিদ্যুৎ বেগে আমার হাতের লাঠি নেমে এলো
তাঁর মস্তকে, তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন
শকট থেকে আর সেখানেই উপস্থিত সবাইকেই
আমি হত্যা করলাম।
এখন ঐ বৃদ্ধের শরীরে যদি রাজা লেয়াসের রক্ত
প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে কে আছে
আমার চেয়ে ভাগ্যহীন ?
কে আর আমার চেয়ে মানুষ ও দেবতার
কাছে ঘৃণাযোগ্য ?

আমাকে নগরবাসী তার গৃহে আশ্রয় দেবে না,
কেউ কথা বলবেনা আমার সঙ্গে, আর নাথে,
আমার মস্তকে এই অভিশাপ আমি নিজহাতেই
বর্ষণ করেছি।
সেই হাতে আমি হত্যা করেছি, হায়, আমি
তার পত্নীকে স্পর্শ করেছি সেই হাতে!
বল, আমি কি ঘৃণিত নই ? পাপিষ্ঠ নই ?
এ-নগর থেকে আমি নির্বাসিত হবো, কিন্তু নিজের
পিতৃভূমি আর ঘরেও তো ফিরতে পারবো না—
ফিরলে
পিতৃহন্তা এবং মাতার স্বামী হবার আশংকা।
হায় পিতা পলিবাস, তার কাছেই যে
জীবনের ঋণ!
নিষ্ঠুর দেবতা ভিন্ন আর কেউ কি আমার এই
নিদারুণ দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী হতে পারে ?

না, না, হে স্বর্গের পবিত্র দেবতাগণ,
আমাকে দেখিও না সে ভয়ংকর দিন।
বরং আমাকে দাও মৃত্যু, দাও
পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিন মুছে যেতে, তবু
এমন কলঙ্ক যেন দুই চোখে দেখতে না হয়।

কোরাস নেতা : প্রভু! এতো ভয়ঙ্কর কথা! কিন্তু তবু, আশা রাখুন,
যতক্ষণ প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সঠিক
জানা না যাচ্ছে।

ঈদিপাস : ঐ টুকুই একমাত্র আশ্বাস আমার জন্য।
আমি ঐ মেষপালকের আসার প্রতীক্ষা করছি।

জোকাস্টা : কিন্তু কেন ? কি সাহায্য সে করতে পারবে তোমাকে ?

ঈদিপাস : এই আশা যে, তার কাহিনী যদি তোমার কথায়

সাথে মিলে যায়, তবে আমি পাপমুক্ত।

জোকাস্টা : আমার কথার কোন বিশেষ দিকটির কথা বলছ তুমি ?

ঈদিপাস : তুমি বলেছ ঐ মেষপালক দস্যুদের কথা
উল্লেখ করেছিল।
যদি এখনো সে দস্যুদের কথা বলে তবে আমি
বেঁচে যাবো।
কারণ আমি তো তখন ছিলাম সম্পূর্ণ একা!
একজন—মাত্র একজনই। সে তো দল হতে পারে না!
কিন্তু সে যদি বলে হত্যাকারী ছিল
একজন নিঃসঙ্গ পথিক
তাহলে আমার নিষ্ক্রমণের কোন পথ অবশিষ্ট
থাকবে না।

জোকাস্টা : কিন্তু তুমি আশ্বস্ত হতে পার এজন্যে যে,
সে ঐ রকমই বলেছিল।
সে এখন তার কথা পাল্টাতে পারবে না—
সমস্ত নগর সে কথা শুনছে।
এমন কি সে যদি তা করেও, তবুও একথা
প্রমাণ হবে না যে,
লেয়াসের মৃত্যু হয়েছে ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে।
আপোলোতো বলেছিল, লেয়াসের মৃত্যু হবে তার ও
আমার সন্তানের হাতে। কিন্তু তা তো হয়নি।
বরং সে সন্তান নিজেই মৃত্যুবরণ করেছে।
সুতরাং নক্ষত্র গণনা আর ভবিষ্যবাণীর কথা ছেড়ে
দাও। ওসবে বিশ্বাস করার পক্ষপাতী আমি নই।

ঈদিপাস : তুমি সত্য বলেছ। তবুও ঐ মেষপালককে এখানে
নিয়ে এসো। তাকে ডাকতে পাঠাও কাউকে।

জোকাস্টা : এখনি পাঠাচ্ছি। অভ্যন্তরে চল।
তোমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব।

কোরাস

আমাকে জীবন দাও, বিশ্বাসীর পবিত্র জীবন,
কথা ও কাজের মাঝে বিধাতার অমর বিধান
যেন রক্ষা হয়।
সে বিধানসমূহ তো মানুষের হস্তধৃত নয়,
তাদের জন্মের মূলে নেই কোন মানবিক জ্ঞান।
তারা তো মরেনা,
নিষ্প্রভ হয়না আলো, নিদ্রাহীন বিস্মরণহীন
জেগে থাকে তাদের অন্তরে এক অব্যয় দেবতা,
সময়ের সাথে যার বয়স বাড়ে না।

অহংকার তোলে স্বেচ্ছাচারী মন,
অর্থ আর দম্ভ নিয়ে গর্বিত মানুষ
উঠে যায় উচ্চতম গৌরব চূড়ায়—
তারপর ঘটে তার রূঢ় প্রপতন,
ধ্বংসের অতল গর্ভে সর্কাল গড়ায়।
সে-ভীষণ ধ্বংস থেকে মুক্তি নেই তার।
নগরীর মঙ্গল প্রার্থনা করা বিধান সম্মত,
ঈশ্বর সহায় হোন এখন সবার,
প্রার্থনা করি।

এমন গর্বিত ব্যক্তি কেউ যদি থাকে
কথা ও কাজের মধ্যে দর্পভরে হাঁটে সারাক্ষণ,
আর যে করে না ভয় বিচারের চোখ,
অথবা অশ্রদ্ধা করে মন্দির ভবন—
ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, হোক!

যারা শুধু প্রতারণা করে নেয় অসঙ্গত লাভ,
এবং বিনষ্ট করে পবিত্র দেউল,

কে আছে তাদের মধ্যে এড়াবে যে ঈশ্বরের ক্রোধ ?
কোন্ বর্ম দেবে তাঁকে নিশ্চিত আড়াল ?
এমন দুঃশীল কাজ যদি প্রায় প্রশংসা প্রবোধ
তবে হে পবিত্র দেবলোক তোমাকে বিদায় !

তাহলে বিদায় নিই আপোলোর বেদীমূল থেকে,
ধরণীর অন্তঃস্থলে সকল অপাপবিদ্ধ
দেবালয় থেকে,
অলিম্পীয় জিউসের আবাঈ মন্দির থেকে !
যদি তোমাদের অই দিব্য আজ্ঞা পালিত না হয়,
মিথ্যে হয়ে যায় যদি পবিত্র কথাও—

জিউস ! জাগ্রত হও, যদি তুমি আজো বেঁচে থাকো,
যদি এই পৃথিবীর সবকিছু অদ্যাবধি তোমার অধীন
জেগে, ওঠো, চোখ মেলে চাও !
দেখো আজ দৈববাণী নিগৃহীত, আর
আপোলোর পুণ্যনাম ভুলেছে মানুষ—
দেবতার সুগৌরব পরিকীর্ণ মলিন ধুলায়,
অবসিত মানুষের দেবভয়, পূজা-উপচার।

[অভ্যন্তর থেকে জোকাস্টার প্রবেশ। পেছনে পুষ্পস্তবক এবং ধূপাধারসহ পরিচারিকা]

জোকাস্টা : থীবির মান্যবরগণ !
আমি দেবতাকুলের বেদীমূলে যাবো বলে মনস্থ করেছি।
সেখানে অর্পণ করবো এই পুষ্পস্তবক,
এবং পোড়াবো এই অগুরু ও ধূপ।
রাজা ঈদিপাস ভয় আর আশংকায় মুহ্যমান,
সবকিছু সঠিক বোঝার মতো প্রজ্ঞা তাঁর অবশিষ্ট নেই।
ঘটনার সঠিক বিচারে এখন অক্ষম তিনি,
বরং ভয়ের কথা যে-ই বলে তাকে তিনি সাগ্রহে শোনেন।

তাঁকে যে সান্ত্বনা দেব এমন ক্ষমতা নেই
আমার নিজের।
প্রার্থনা তোমার কাছে উজ্জ্বল আপোলো,
আমার গৃহের সন্নিকটতম বেদীটি তোমারই—
তোমার কাছেই এ-প্রার্থনা, তোমাকেই
নিবেদন করছি এই পুষ্পের স্তবক আর
ধূপের আরতি।
অপবিত্র অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি দাও,
ভয় এসে গ্রাস করছে আমাদের সকলের মন।
ঈদিপাস, তরণীর কর্ণধার, স্বয়ং এখন
ভয়ের তুমুল বাত্যাঘাতে ধ্বস্ত প্রায়,
ডুবে যাচ্ছে আশা, ডুবে যাচ্ছে আলো।

[ভাবগম্ভীর নীরবতা নেমে আসে। জোকাস্টা বেদীমূলে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ধূপাধারে অগ্নিসংযোগ করে। নাটকের শেষ পর্যন্ত এই স্তবক সেখানেই থাকবে, এবং ধূপের ধোঁয়া উঠতে দেখা যাবে।]

[করিন্থীয় দূতের প্রবেশ]

দূত : আপনারা কেউ বলবেন, রাজা ঈদিপাসের প্রাসাদ
কোন্ দিকে? স্বয়ং রাজার কাছে
নিয়ে যেতে পারেন আমাকে?

কোরাস নেতা : তাঁর প্রাসাদ এটিই। এবং রাজাও
ভেতরেই আছেন এখন।
আর ইনি তাঁর মহিষী এবং তাঁর সন্তানের মাতা।

দূত : সর্বসুখ ভাগ্যে হোক তাঁর এবং গৃহের সকলের।
তিনি একজন যোগ্য মানুষের পত্নী।

জোকাস্টা : আপনাকেও আশীর্বাদ করছি।
এমন সদয় অভিবাদনের জন্য ধন্যবাদ।
এবার বলুন, আপনি কি সংবাদ বয়ে এনেছেন?

দূত : মাননীয়া, আপনার স্বামী আর তাঁর
এ গৃহের জন্য সুসংবাদ।

জোকাস্টা : কী সংবাদ ? কে পাঠালো ?

দূত : আমি আসছি করিন্থ থেকে।
আর যে সংবাদ আমি বহন করছি তা আপনাদের
সবাইকে আনন্দ দেবে—যদিও কিঞ্চিৎ
দুঃখের স্পর্শও আছে তাতে।

জোকাস্টা : কি সে সংবাদ যা একই সঙ্গে সুখের ও দুঃখের ?

দূত : করিন্থের সকলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে একটি
কথা—তারা ঈদিপাসকে দেশের রাজা
বানাতে চাইছে।

জোকাস্টা : রাজা পলিবাসের রাজত্বের অবসান ঘটেছে কি ?

দূত : হ্যাঁ, মহোদয়া। তিনি বর্তমানে মৃত আর
কবরে শায়িত।

জোকাস্টা : কি বললে ? মৃত ? ঈদিপাসের পিতা মৃত !

দূত : হ্যাঁ, আমার জীবনের দিব্যি।

জোকাস্টা : যা, এই মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দে
তোর প্রভুকে।

[পরিচারিকার প্রস্থান]

দৈববাণী, তোমরা এখন কোথায় ?
ঈদিপাস যাঁকে হত্যা করার ভয়ে এতকাল
পালিয়ে ফিরেছে, তিনি আজ মৃত।
স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে তাঁর—
ঈদিপাসের অস্ত্রাঘাতে নয়।

[ঈদিপাসের প্রবেশ]

ঈদিপাস : প্রাণের জোকাস্টা, প্রিয়তমা,
আমাকে প্রাসাদ থেকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?

জোকাস্টা : এই ব্যক্তি কি বলছে শোন। আর বুঝে দেখ
একালের দৈববাণী কি রকম অর্থহীন।

ঈদিপাস : কে এই ব্যক্তি? কি সংবাদ এনেছে সে?

জোকাস্টা : সে আসছে করিন্থ থেকে। তোমার পিতার সংবাদ
এনেছে সে। রাজা পলিবাস মৃত।

ঈদিপাস : কি বলছ তুমি? তোমার সংবাদ নিজমুখে বল।

দূত : যদি প্রথমেই শুনতে চান সে সংবাদ, শুনুন।
মৃত্যু এসে নিয়ে গেছে তাঁকে, যেমন সকল
মানুষকে নিয়ে যায়।

ঈদিপাস : শঠতামূলক মৃত্যু নাকি রোগে ভুগে?

দূত : বৃদ্ধ মানুষের জন্য সামান্য অসুখই
কি যথেষ্ট কারণ নয়?

ঈদিপাস : হায় পলিবাস! অবশেষে রোগের শয্যায়
তাঁর মৃত্যু হলো!

দূত : শরীরী ব্যাধির সাথে যুক্ত হয়েছিল পক্ব বয়সের ভার।

ঈদিপাস : হায় ভাগ্য! দেখো জোকাস্টা, দেখো।
পাইথীয় হোমাগ্নিকে লোকে আর মূল্য দেবে কেন?
কি অর্থ আছে আর দৈববাণী, ভবিষ্যবাচন কিংবা
পক্ষী ভাষা বিশেষজ্ঞদের?
কথা ছিল আমি হত্যা করবো পিতাকে,
তিনি আজ কবরে শায়িত,
আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে। কোন অস্ত্র
তাঁর দিকে প্রসারিত করিনি। বলতে পার,
আমার অনুপস্থিতি তাঁর মৃত্যু এগিয়ে এনেছে,
সে হিসেবে আমি হত্যাকারী।
তবু ঐসব দৈববাণী এখনতো তাঁরই সাথে সমাহিত
শূন্যগর্ভ অর্থহীন—উপেক্ষিত আবর্জনা।

জোকাস্টা : আমি তো আগেই তোমাকে বলেছিলাম।

ঈদিপাস : কিন্তু ভয় আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল।

জোকাস্টা : অইসব নিয়ে আর চিন্তিত হয়ো না।

ঈদিপাস : কিন্তু...আর একটি ভয় আজো বর্তমান...
আমার মা···

জোকাস্টা : ভয় ? ভয় পেয়ে মানুষের লাভ ?
দৈবের হাতের পুতুল আমরা, আর ভবিষ্যৎ তো
চির অজ্ঞাত। তার চেয়ে বাঁচো, ভালোভাবে
বাঁচো যতদিন পারো।
সুতরাং মাতাকে বিবাহ করবে-এমন অলীক
ভয় থেকে মুক্ত হও,
স্বপ্ন দেখে এর আগে অনেকেই অমন
ভয় বহুবার পেয়েছে।
জীবন নির্বাহ করতে হলে এসব ব্যাপার
ভুলে যাওয়াই মঙ্গল।

ঈদিপাস : আমার জননী বেঁচে না থাকলে তোমার সব কথাই
আমি মেনে নিতাম।
কিন্তু তিনি যতক্ষণ জীবিত, ততক্ষণ আমার
ভয় কাটবে না।

জোকাস্টা : তবু পিতার মৃত্যুতে তুমি কিছুটা স্বস্তি পেতে পার।

ঈদিপাস : স্বীকার করছি। কিন্তু যতদিন আমার মা বেঁচে
থাকবেন ততদিন আমি নিরাপদ নই।

দূত : মহামান্য রাজা, আপনি কার ভয়ে ভীত ?

ঈদিপাস : মৃত পলিবাসের পত্নী মেরোপি, আমার মা।

দূত : কিন্তু তিনি কি করে সংশয়াকুল করবেন
আপনার জীবন ?

ঈদিপাস : দেবতার কাছ থেকে এসেছে ভয়াল এক দৈববাণী।

দূত : আগন্তুক হিসেবে তা কি আমি শুনতে পারি ?
না কি তা খুবই গোপন ?

ঈদিপাস : দেবতা আপোলো বলেছেন, আমার নিয়তি হচ্ছে :
আমার মাতাকে আমি বিবাহ করব এবং নিজের
দু'হাত রঞ্জিত করবো পিতৃরক্তে।
এতদিন আমি ভালোই ছিলাম, তবু পিতামাতার
স্নেহের কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

দূত : এই ভয়ে আপনি করিন্থ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন ?

ঈদিপাস : এই ভয়, তার সাথে পিতৃঘাতক হবার আশংকা।

দূত : তাহলে শুনুন রাজা। আমি যেহেতু
বন্ধু হয়ে এখানে এসেছি
আমি আজই এবং এখানেই আপনার সকল সংশয়
থেকে মুক্তি দেব।
আপনার সকল ভয় ভিত্তিহীন।

ঈদিপাস : তা কি করে হয় ? আমি কি তাঁদের সন্তান নই ?

দূত : না, পলিবাস আপনার আত্মীয় নন।

ঈদিপাস : পলিবাস আমার আত্মজন নন ? পিতা নন ?

দূত : যেরকম আমি নই আপনার পিতা।

ঈদিপাস : তুমি যেমন আমার পিতা নও ? পরিষ্কার করে বল।

দূত : যেমন আপনার পিতা আমি নই, পলিবাসও
আপনার পিতা নন।

ঈদিপাস : তাহলে আমাকে পুত্র সম্বোধন করতেন কেন ?

দূত : তিনি আপনাকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন
আর আমি···আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম
সেই উপহার।

ঈদিপাস : আমি তার সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও তিনি
আমাকে এত ভালবাসতেন কেন ?

দূত ; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই।

ঈদিপাস : তুমি আমাকে তার হাতে দিয়েছিলে···আমাকে ?
তুমি কি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে,

নাকি কিনেছিলে অন্য কারো কাছ থেকে ?

দূত : সিথেরনে জঙ্গলে আমি আপনাকে কুড়িয়ে পাই।

ঈদিপাস : তুমি সিথেরনে কেন গিয়েছিলেন ?

দূত : আমি পর্বতগাত্রে মেষচারণা করতাম।

ঈদিপাস : তুমি তাহলে মেষপালক আর কাজের সন্ধান করছিলে সে সময় ?

দূত : ঠিক তাই। আর সেই সূত্রেই আমি হয়েছিলাম আপনার প্রাণ রক্ষাকারী।

ঈদিপাস : কেন ? আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছিল ? আমি কি কাঁদছিলাম ?

দূত ; আপনার পায়ের গোড়ালিই সেই সাক্ষ্য দেবে।

ঈদিপাস : সে যন্ত্রণা তো আমার সমস্ত জীবনের সঙ্গী। তার কথা বলে এখন কি লাভ ?

দূত : আপনার দু'পায়ে কাঁটা তারের বাঁধন ছিল। আমি নিজহাতে তা খুলে দিয়েছিলাম।

ঈদিপাস : কথাটি মিথ্যা নয়। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত সে চিহ্ন আমি বহন করছি।

দূত : আর এ জন্যই আপনার নাম হয় ঈদিপাস।

ঈদিপাস : হা ঈশ্বর ! ঐ কাঁটার বন্ধন কে পরিয়েছিল আমাকে, আমার মা না বাবা ?

দূত : বলতে পারবো না। আমি যার কাছ থেকে আপনাকে পেয়েছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ঈদিপাস : তুমি তাহলে কুড়িয়ে পাওনি আমাকে ?

দূত : অন্য একজন মেষপালক আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল।

ঈদিপাস : কে সে ? তুমি তাকে চেন ? তার নাম বলতে পার ?

দূত : যতদূর জানি, সেই ব্যক্তি ছিল রাজা
লেয়াসের কর্মচারী।

ঈদিপাস : লেয়াস ? মানে থীবির প্রাক্তন রাজা ?

দূত : হ্যাঁ। ঐ লোকটি লেয়াসেরই মেষপালক ছিল।

ঈদিপাস : সে কি এখনো জীবিত ? আমি তাকে দেখতে
পারি ?

দূত :
আপনারা যারা এ স্থানের অধিবাসী,
তারাই তা ভালো বলতে পারবেন।

ঈদিপাস : তোমরা যারা এখানে সমবেত, তারা কি ঐ
লোকটিকে জান ? তোমরা কি ঐ মেষপালকের
সঙ্গে পরিচিত ?
নগরীতে অথবা চারণক্ষেত্রে কখনো দেখেছ তাকে ?
যদি জানো, কথা বলো।
সমস্ত রহস্যের উন্মোচন নির্ভর করছে এর উপর।

কোরাস নেতা : আমার ধারণা, যে ব্যক্তির সন্ধানে লোক পাঠানো
হয়েছে ঐ ব্যক্তিই সেই গ্রামবাসী মেষপালক।
তবে রাণী জোকাস্টাই এ ব্যাপারে সঠিক
বলতে পারবেন।

ঈদিপাস : জোকাস্টা, এ যে লোকের কথা বলছে,
আর যাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, তারা
দু'জন কি একই ব্যক্তি ?

জোকাস্টা : (ভয়ে রক্তশূন্য মুখে) কোন্ ব্যক্তির কথা সে
বলছে তাতে কি এসে যায় ? কিছুই আর
যায় আসে না এখন…তুমি ওর কথা
ভুলে যাও…মিথ্যা, সব মিথ্যা গল্প…

ঈদিপাস : না তা হয় না। এর শেষ আমি দেখবই।
আমার জন্মের পূর্ণরহস্য না জানা পর্যন্ত
আমার বিশ্রাম নেই।

জোকাস্টা : না। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি থামো।
যদি বাঁচতে চাও, যদি নিজের জীবন ভালোবাস,
তবে থামো। আমার নিজের ধ্বংসই যথেষ্ট!

ঈদিপাস : ভয়ের কিছু নেই। যদি প্রমাণিত হয় আমার
মায়ের তিন পূর্বপুরুষ ভৃত্য ছিল তবু
আমার সম্মানহানি ঘটবে না।

জোকাস্টা : আমি মিনতি করছি, তুমি আর এগিও না,
আর সন্ধান করো না!

ঈদিপাস : তুমি আমাকে কর্তব্যচ্যুত করো না। সত্য
উদ্ঘাটন আমি করবই।

জোকাস্টা : আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি।

ঈদিপাস : আমার 'মঙ্গল' তো আমাকে কুরে কুরে বিনষ্ট করছে
বহুদিন ধরে।

জোকাস্টা : দুর্ভাগা মানুষ! তুমি যেন কোন দিন
না জান তুমি কে।

ঈদিপাস : কে আছিস? এই মুহূর্তে সেই মেষপালককে
নিয়ে আয়। রাণী তাঁর বংশমর্যাদা নিয়েই থাকুন।

জোকাস্টা : হায় অভিশপ্ত মানুষ! বলো, তোমাকে এই নামে
ডাকা ছাড়া আর শেষকথা কিভাবে বলতে পারি?
শেষ কথা, চিরজীবনের জন্য শেষ কথা!
[প্রস্থান]

কোরাস নেতা : প্রভু! রাণী কেন অন্তপুরে ছুটে গেলেন এভাবে?
দেখে মনে হলো এক ভীষণ ঝঞ্ঝায় তাড়িত তিনি।
আমার হৃদয়ে ভয়, তিনি যা বলতে সাহস
পাচ্ছেন না তা থেকেই বেরিয়ে আসবে
ভয়াবহ কোন বিপর্যয়।

ঈদিপাস : আসতে দাও, যা আসে আসুক।
হোক যত ভয়াবহ, হোক যত হীন লজ্জাকর

আমার জন্মের সব গুহ্যকথা আমি জেনে নেব।
ঐ রাণী সম্ভবতঃ রমণীর স্বভাবজ অহংকারে
নিজের স্বামীর হীন জন্ম ভেবে লজ্জা পেয়েছেন।
কিন্তু আমি সৌভাগ্যের বরপুত্র, মঙ্গলের হেতু,
কোন লজ্জা ছোঁবে না আমাকে।
ঐশ্বর্য আমার মাতা, সময়ের ঋতুচক্র আমার আত্মীয়,
তাদের উত্থানে বাঁধা আমার উত্থান কিংবা
আমার পতন।
যেভাবে আমার জন্ম আমি তার অন্যথা হবো না,
আজ আমি আমাকে জানাতে চাই নিজ পরিচয়।

কোরাস

[দ্রুতভঙ্গীতে]
আমার ভবিষ্যজ্ঞান সত্য যদি,
আমি যদি প্রজ্ঞাবান, তবে
আগামী কালের চন্দ্র
পৃথিবীর কাছে
বলে দেবে রাজার জন্মের কথা।
সিথেরন দেবী
তার প্রশংসার গান
এবং নাচের মুদ্রা ভরে দেবে
এই পুণ্যস্থান
যেখানে রাজার জন্ম,
যেই দেবী মাতা আর
ধাত্রী তার।
কেননা হে দেবী তুমি
আমাদের আপন রাজাকে
দিয়েছ সবার শ্রেষ্ঠ
আশীর্বাদ।

ফীবাস আপোলো, জয় হোক জয়।
তাই হোক
যা তোমার ঈপ্সিত।

তুমি কার পুত্র বলো,
হে রাজা আমার!
অনন্ত যৌবনা কোন সুন্দরী অপ্সরা
বনচারী প্যানের প্রেমের ডোরে
বাঁধা পড়েছিল?
হয়েছিল জননী তোমার?
নাকি তুমি আপোলোর নিজের সন্তান?
কেননা আমরা জানি
ঘাসের চারণক্ষেত্র বড় প্রিয় তার।
অথবা হার্মিস দেব তোমার জনক—
কীলিনের সুউচ্চ শিখরে
যিনি সদা রাজত্ব করেন?
অথবা ডায়োনিসাস তোমাকে কি
পেয়েছেন উপহার
কোন অপ্সরার কাছ থেকে,
যাকে তিনি
কামনা করেছিলেন হেলিকন পর্বত চূড়ায়?

ঈদিপাস : মান্যবরগণ, মনে হয় আমাদের মেষপালক
আসছেন। আমার ধারণা এই ব্যক্তিই তিনি,
যদিও কখনো আমি তাকে স্বচক্ষে দেখিনি।
করিন্থীয় দূতের সমান বয়স্ক বলেই
মনে হচ্ছে তাকে।
তার সাথে যারা আসছে,
তারা আমার গৃহের লোকজন।

ইনিই নিশ্চয় সেই ব্যক্তি। যদিও আপনারাই
তা সঠিক বলতে পারবেন।

কোরাস নেতা : হ্যাঁ, ইনিই সেই ব্যক্তি। আমি তাকে চিনি।
লেয়াসের কর্মচারীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন
সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন।

[প্রতিহারী ও পরিচারকবৃন্দের সাথে মেষপালকের প্রবেশ]

ঈদিপাস : করিন্থীয় দূত। তুমিই প্রথমে বল, এই লোকটির
কথাই কি তুমি বলেছিলে ?

মেষপালক : হ্যাঁ, এই সেই লোক।

ঈদিপাস : বৃদ্ধ মেষপালক, তুমি কাছে এস।
আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকাও।
তারপর আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।
তুমি কি কখনও রাজা লেয়াসের কর্মচারী ছিলে।

মেষপালক : হ্যাঁ। ছিলাম। তার প্রাসাদেই আমার জন্ম হয়েছিল।
ক্রীতদাস ছিলাম না।

ঈদিপাস : তোমার পেশা বা কাজ কি রকম ছিল ?

মেষপালক : জীবনের বিরাট সময় আমি মেষপালন করেছি।

ঈদিপাস : এদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তুমি কাজ করতে ?

মেষপালক : সিথেরণ নদীর তীরে, আর তার আশেপাশে।

ঈদিপাস : তুমি এই লোকটিকে কখনও দেখেছ ?

মেষপালক : কার কথা বলছেন ? আমি তাকে কোথায় দেখব ?

ঈদিপাস : এই যে এই লোকটির কথা বলছি।
এর সঙ্গে কোথাও কি তোমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল ?

মেষপালক : আমি স্মরণ করতে পারছি না।

দূত : এতে আমি আশ্চর্য হব না। আমি বরং
তাঁর স্মৃতিকে একটু উস্কে দিই।
আমি নিশ্চিত যে, ভুলে যান নি সেদিনের কথা
যখন আমরা সিথেরনে প্রতিবেশী ছিলাম।

তাঁর ছিল দু'টো ভেড়ার পাল, আমার একটা।
আমরা দু'জনে বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত
এক সাথে কাটাতাম।
শীত এলে আমি আমার মেষের পাল নিয়ে
গৃহে ফিরতাম, করিন্থের দিকে,
আর তিনি লেয়াসের মেষপাল নিয়ে ফিরতেন
অভিমুখে। ঘটনা কি এরকমই ছিল না ?

মেষপালক : হ্যাঁ, ঠিক তাই ছিল। কতদিন আগের কথা সেসব !

দূত : তাহলে এবার বল, তোমার কি মনে আছে
একটি ছোট্ট শিশুকে আমার হাতে
তুমি তুলে দিয়েছিলে, আর অনুরোধ করেছিলে
তাকে নিজ সন্তানের মত পালন করার জন্যে।

মেষপালক : (ভীতভাবে) তুমি কী বলতে চাইছ ?

দূত : বন্ধু, এই তোমার সেই শিশুপুত্র।
এই রাজা ঈদিপাসই সেদিনকার সেই ছোট্ট শিশু।

মেষপালক : ওরে অভিশপ্ত মূর্খ, চুপ কর্ ! চুপ কর্ !

ঈদিপাস : কেন চুপ করবে ? আমার ধারণা সে তোমার চেয়ে
সৎভাবে কথা বলছে।

মেষপালক : সম্মানিত প্রভু, আমি কি অন্যায় বলেছি কিছু ?

ঈদিপাস : তুমি ঐ শিশু সম্পর্কে ওর প্রশ্নের সরাসরি
উত্তর দাও নি।

মেষপালক : ও জানেনা ও কি বলছে। ও ভুল করছে, মহামান্য
রাজা।

ঈদিপাস : তুমি স্বেচ্ছায় কথা বলবে, না বলাতে বাধ্য করব ?

মেষপালক : আমি বৃদ্ধ, আমাকে আঘাত করবেন না,
ঈশ্বরের দোহাই।

ঈদিপাস : ওর হস্ত বন্ধন কর !

মেষপালক : প্রভু, কেন বাঁধছেন আমাকে? আপনি আর কী জানতে চান?

ঈদিপাস : এই ব্যক্তি যে শিশুর কথা বলছে, তুমিই কি সেই শিশুটিকে তার কাছে দিয়েছিলে?

মেষপালক : হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম।
সেদিন আমার যদি মৃত্যু হোত!

ঈদিপাস : সত্য না বললে তোমার মৃত্যু এখনই হবে।

মেষপালক : কিন্তু সেকথা প্রকাশ করাও যে আমার জন্য মৃত্যুরই নামান্তর।

ঈদিপাস : এখনও বাগাড়ম্বর করে কথা এড়াতে চাইছ?

মেষপালক : আমি তো বলেছিই, শিশুটিকে আমিই দিয়েছিলাম।

ঈদিপাস : কোথায় পেয়েছিলে তাকে? তোমার নিজের ঘরে, না অন্য কোথাও?

মেষপালক : অন্যের গৃহে প্রভু!

ঈদিপাস : কার গৃহে? কার?

মেষপালক : দোহাই দেবতাদের! আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

ঈদিপাস : বাঁচতে চাইলে উত্তর দাও।

মেষপালক : ঐ শিশু ছিল লেয়াসের নিজের গৃহের।

ঈদিপাস : ক্রীতদাসের পুত্র না কি রাজার নিজের ঔরসজাত?

মেষপালক : তাহলে বলতেই হবে?

ঈদিপাস : অবশ্যই। আমি শুনতে চাই।

মেষপালক : শিশুটি লেয়াসেরই পুত্র। আপনার স্ত্রীই এ ব্যাপারে আরো নিশ্চিত বলতে পারবেন।

ঈদিপাস : তিনিই শিশুটিকে তোমার হাতে দিয়েছিলেন?

মেষপালক : হ্যাঁ প্রভু।

ঈদিপাস : কী উদ্দেশ্যে?

মেষপালক : হত্যার জন্যে।

ঈদিপাস : নিজের গর্ভের সন্তানকে।

মেষপালক : হ্যাঁ প্রভু। শোনা যায়, অশুভ দৈববাণীর ভয়ে।

ঈদিপাস : কি সে দৈববাণী?

মেষপালক : দৈববাণী ছিল যে, ঐ শিশু পিতৃঘাতী হবে।

ঈদিপাস : ঈশ্বরের নামে বলো, কেন তবে তুমি তাকে
ঐ লোকটির কাছে দিয়েছিলে?

মেষপালক : ঐ শিশুকে আমি প্রাণে ধরে হত্যা করতে পারিনি।
আমার ধারণা ছিল, করিন্থের মেষপালক
শিশুটিকে অন্য দেশে নিয়ে যাবে।
তাই করেছিল সে। নিজগৃহে পালন করেছিল
ঐ শিশুকে। তার পরিণতি এই।
আপনি যদি সেই শিশু হন, তবে, হায়,
আপনার সমূহ ধ্বংস নিকটবর্তী।

ঈদিপ্যাস : হা ঈশ্বর! এই তবে সত্য!
আমাকে জানতে হোলো নিদারুণ সেই সত্য!
হায় সূর্য, আলোময় দেবতা, আমাকে
মুখ দেখতে দিও না তোমার!
আমি পাপী, আমার জন্মে পাপ,
আমার বিবাহে পাপ, আমি
রক্তপাত পাপে ঘৃণ্য পাপী!

[ঈদিপাস প্রাসাদাভ্যন্তরে ছুটে যায়। করিন্থিয় দূত এবং থীবির মেষপালকের প্রস্থান]

কোরাস

হায়রে মরণশীল অভাগা মানুষ!
তোমার এ জীবনের কোন মূল্য নেই,
মরণও তো শুধু অপচয়

আমাকে দেখাতে পার এমন পুরুষ

যার সুখ শুধু মাত্র মরীচিকা নয়।
নয় শুধু নিশার স্বপন ?

দেখো আজ ঈদিপাস রাজাকে সবাই,
দেখো তার সমূহ পতন।
বলো তবে এরপর আর
মৃত্যুশীল মানুষকে বলা যায় সুখী, ভাগ্যবান ?
নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি এতকাল ছুঁড়েছেন তীর,
মুগ্ধ তীরন্দাজ।
অধিকার করেছেন জীবনের সকল সম্মান,
সার্বভৌম ক্ষমতা ও সুখ।
মনে পড়ে আজ
বাঁকানো নখরযুক্ত অর্ধনারী অর্ধপাখি স্ফিংক্সের মুখ
যাকে তিনি করেছেন পরাভূত নিজের প্রজ্ঞায়।
বস্তুত থীবির জন্যে তিনি যেন দুর্গের প্রাকার,
আমাদের মহামান্য রাজা—
থীবির বাসিন্দাগণ গর্ব করে পুণ্য নামে যার।

কিন্তু তবু ভাগ্যহীন তোমার অধিক কোন্ জন,
হে আমার রাজা ?
নিষ্ঠুর দুঃখের দাহ ভস্ম করছে তোমার জীবন।
ঈদিপাস, কি করে এমন হলো ?
যে জননী জন্মদান করেছে তোমাকে, হায়,
কি করে ধরিত্রী মাতা এমন অন্যায়
সহ্য করে এতকাল ছিল বাক্যহীনা ?

সময় তো সর্বদ্রষ্টা এবং সময়
অবশেষে পেয়েছে তোমাকে তার বাহুর নাগালে ;
অস্বভাবী বিবাহের সকল আময়
প্রচারিত সবখানে, নেই কিছু চোখের আড়ালে।

সন্তান এবং স্বামী একদেহে তুমি,
লেয়াসের পুত্র !
তোমাকে না জানতাম কোনদিন যদি
সর্বাপেক্ষা ভালো হতো তাই।
তোমার মৃত্যুর গান আমি আজ গাই,
কেননা প্রথম তুমি
দিয়েছিলে আকাশের বুকভরা আলোর প্রভাত।
আর আজ দিলে এক সীমাহীন রাত্রির আঁধার
শেষ উপহার !
[প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে প্রতিহারীর প্রবেশ]
প্রতিহারী : থীবি নগরের মান্যবর প্রাজ্ঞজন।
আপনারা ক্রন্দন করুন এখনই যা
শুনবেন তার জন্যে ;
শোক করুন যা দেখবেন তার জন্যে।
আপনারা যদি ল্যাবডাকাসের এই গৃহের
অনুগত হন, কাঁদুন, শোক করুন সবাই।
ইস্‌তার নদী কিংবা ফাসিসের জলধারা দিয়ে
যদি ধুয়ে দেয়া হয় এই প্রাসাদ
তবু এর কলঙ্ক কোনদিন মুছবেনা।
মুছবে না সেই স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের গ্লানি
যার কথা এখনই আপনারা শুনবেন—
বীভৎস কাজের মধ্যে বীভৎসতম সেই কাজ।
কোরাস : আমরা যা শুনেছি, যে ক্রন্দন করেছি ইতিমধ্যে,
তাই কি যথেষ্ট নয় ?
কোন্‌ নতুন শোকের বার্তা নিয়ে এলে তুমি ?
প্রতিহারী : প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি।
রাণী জোকাস্টা মৃত।
কোরাস : জোকাস্টা মৃত ? হায় দুঃখী নারী। কিন্তু
কিভাবে ?

প্রতিহারী : নিজের হাতই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী।
আপনারা যারা সে-দৃশ্য দেখেননি, আর দেখবেন না,
তাদের কষ্টও তুলনায় অনেক অল্প।
আমি নিজে সে-দৃশ্য দেখছি। ভুলতে পারবো
না কোনদিন সেই ভয়াবহ দৃশ্য।
আমি তাঁর শেষ যন্ত্রণার কথা আপনাদের বলব।
আপনারা তাঁকে বেপরোয়া আবেগে অন্দরে ছুটে
যেতে দেখেছেন।
তিনি সোজা তাঁর বিবাহশয্যার কাছে ছুটে গেলেন,
আঙুলে তাঁর দীর্ঘ কেশপাশ জড়াচ্ছিলেন তিনি।
কক্ষের দরোজা সশব্দে খুলে ফেলে প্রথমে তিনি
মৃত লেয়াসের জন্য উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন।
তিনি স্মরণ করলেন সেই পুত্রের কথা
যাকে বহুকাল আগে তিনি ধারণ করেছিলেন গর্ভে—
সেই পুত্র যার হাতে তার নিজের জনক নিহত হল,
সেই পুত্র যার দ্বারা মাতা হলো তার সন্তানের মাতা—
ভাগ্যহীন জন্মদানের ফসল সেই সব অভাগা সন্তান।
তার পর দ্বাররুদ্ধ করে তিনি বিলাপের স্বরে
বলতে থাকলেন স্ত্রী হিসাবে তাঁর দ্বিগুণিত
দুর্ভাগ্যের কথা—
স্বামীর ঔরসে স্বামী,
সন্তানের ঔরসে সন্তানের কথা।
এ পর্যন্তই শুনেছি আমি !
কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো আমাদের চোখের আড়ালে।
তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখার আগেই
ছুটে এলেন স্বয়ং রাজা,
মর্মভেদী চিৎকার করতে করতে।
তখন সবার দৃষ্টি তাঁর দিকে।
আমাদের মাঝখানে তিনি ইতস্ততঃ হাঁটতে থাকলেন,

আর চিৎকার করতে লাগলেন,
"একটি তরবারি দাও, একটি তরবারি !"
বলতে লাগলেন, "কোথায় সেই নারী ? কোথায়
সেই ভূমি যেখানে আমি অংকুরিত হয়েছিলাম
আর যেখানে নিজেই আমি কেটেছি ফসল।"

এরকম উন্মত্ত আচরণ করতে করতে,
যেন কোন অশুভ আত্মার দিক নির্দেশ তিনি
এগিয়ে গেলেন সেই খানে যেখানে ছিলেন রাণী।
যেন কোন অশ্রুত আহ্বানে সাড়া দিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লেন বন্ধ দরোজার গায়ে,
প্রচণ্ড আঘাতে খুলে গেল দরোজার খিল, আর
রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন কক্ষের মাঝখানে।
তখন আমরা দেখলাম একটি ঝুলন্ত দড়ির ফাঁস,
দেখলাম শ্বাসরুদ্ধ এক নারী আমাদের চোখে
সামনে ঝুলে আছে।
রাজাও দেখলেন, মর্মভেদী আর্তচিৎকার করে
খুলে দিলেন
সেই রজ্জুর ফাঁস। তারপর মাটিতে শোয়ালেন তাঁকে।
কিন্তু আরো বীভৎস দৃশ্য দেখা তখনও বাকী ছিল।
রাণীর পোশাকে আঁটা ছিল কয়েকটি সোনার কাঁটা।
রাজা দু'হাতে দুটো দীর্ঘ কাঁটা খুলে নিলেন এবং
যতদূর বাহু প্রসারিত করা যায় ততদূর থেকে
বিদ্ধ করলেন নিজেরই দুই চোখে।
সেই চোখ আর কোনদিন তার পাপ দেখবে না ;
দেখবে না আর সেই সব যা তাদের
উচিত ছিল না দেখা ;
দেখবে না তাদের, অন্ধ চোখ দিয়ে যাদেরকে দেখতে
চাইবেন তিনি।
রাত্রির আঁধার ছাড়া কিছুই দেখবেন না তিনি আর—

এ কথা বলতে বলতে তিনি নিজের দু'চোখে
বারংবার বিদ্ধ করতে থাকলেন অংকুশ,
তাঁর শ্মশ্রু বেয়ে গড়িয়ে পড়লো রক্তমাখা অশ্রু—
বিন্দু বিন্দু নয়, যেন প্রমত্ত ঝর্ণার ধারা
রক্তবর্ণ বৃষ্টির সহস্র উৎসারে নেমে আসছে।
দু'জনেই পাপ করেছেন তাঁরা—আর উভয়ের
মস্তকেই নেমে এলো মিলিত শাস্তি।
দীর্ঘ অতীত জীবন ছিল সুখের তাঁদের।
আর আজ ধ্বংস, মৃত্যু, বিপর্যয়, অশ্রুপাত লজ্জা,—
পুরীষ রাশির মধ্যে তাঁরা এখন নিক্ষিপ্ত।

কোরাস নেতা : কিন্তু তিনি···তিনি এখন কেমন আছেন ?
এখনও কি তিনি যন্ত্রণাকাতর ?

প্রতিহারী : তিনি চিৎকার করে সমস্ত দ্বার খুলে দিতে বলছেন,
আর সমস্ত থীবিকে দেখতে বলছেন তাঁকে,
যিনি পিতার হত্যাকারী এবং মাতার—
না, সে অপবিত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে
পারবো না।
তিনি নিজেকে নগরী থেকে নির্বাসন দিতে চান,
তাঁর নিজের ঘোষিত অভিশাপ থেকে
মুক্তি দিতে চান এ গৃহকে।
কিন্তু যন্ত্রণাবিদ্ধ সে মানুষ, তাঁর
সেই শক্তি কোথায় !
তাঁর পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্যে এখন
আর নেই কেউ।
তাঁর যন্ত্রণা আর বইতে পারছেন না তিনি।
ঐ দেখুন, দ্বার খুলে যাচ্ছে।
আপনারা দেখবেন এমন মর্মান্তিক দৃশ্য
যা দেখে শত্রুর মনও করুণায় ভিজে আসবে।

[ধীরপদে অন্ধ ঈদিপাসের প্রবেশ]

কোরাস : আঃ কি বীভৎস দৃশ্য !
এমন অসহ বীভৎসতা আমি আর কখনো দেখিনি।
হায় কি নিষ্ঠুর
কী অপার্থিব অমানুষিক যন্ত্রণা !
কোন্ পাষাণ নিয়তি তোমার এ অবস্থা করলেন !
হায়রে নির্যাতিত, অসুখী মানুষ !
কিন্তু না, আমি আর দেখতে পারছি না,
যদিও আমার অনেক দেখার শোনার আগ্রহ
তবু এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য, দুর্বহ !

ঈদিপাস : ওঃ কি যন্ত্রণা !
আমি কোথায় ? আমার দুই পা
কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে ?
বাতাসে বাহিত সে কি আমারই কণ্ঠস্বর ?
হা ঈশ্বর ! কেন ধ্বংস করলে আমাকে ?

কোরাস : মানুষের শ্রবণের অযোগ্য সে কথা।
মানুষের দৃষ্টির জন্য অসহ্য এ দৃশ্য।

ঈদিপাস : হায় রাত্রি !
দুঃসহ, মুক্তিহীন রাত্রি
নিরালোক, নিষ্ঠুর !
কোন বাতাস তাড়িয়ে নেবে না সে মেঘ
আমার দৃষ্টিসীমা থেকে।
আঃ আবার সেই সুতীক্ষ্ণ বেদনা বিদ্ধ করছে
আমার শরীর।
স্মৃতির গহন গভীরেও সুতীব্র যন্ত্রণা।

কোরাস : এরকমই ঘটে :
এমন বেদনা মানুষ দু'বার ভোগ করে—
দেহে একবার, অন্তরে আরেকবার।

ঈদিপাস : তুমি কি আমার বন্ধু

সত্য আর বিশ্বাসভাজন ?
তুমি কি আমার পাশে দাঁড়ানো এখন ?
তোমার হাতটি দাও, অন্ধজন প্রার্থনা করি।
আমি জানি এ তোমার কণ্ঠস্বর, বন্ধু।
জানি তুমি পাশেই দাঁড়িয়ে !
সব কিছু যদিও আঁধার
আমি তো তোমাকে চিনি, বন্ধু !
কোরাস : তুমি কেন নিজেকে অন্ধ করলে ?
নাকি কোন অপদেবতার প্ররোচনা
এর মূলে ?
ঈদিপাস : বন্ধু, এ কাজ আপোলোর।
তিনি দিয়েছেন এই অভিশাপ যন্ত্রণা আমার।
তাঁর নিজ হাতে নয়—আমার দু'হাত দিয়ে।
নিজহাতে চক্ষুহীন করেছি নিজেকে।
কী করবো চোখ দিয়ে আমি
চারদিকে কুৎসিতের প্লাবন যখন ?
কোরাস : অস্বীকার করিনা সে কথা।
ঈদিপাস : এমন শোভন কোন্ দৃশ্য আছে পৃথিবীতে—
কি দেখবো আমি ?
নেই কোন শ্রবণ লোভন স্বর।
নিয়ে যাও,
এই থীবি থেকে আমাকে সত্বর নিয়ে চল।
অভিশপ্ত আমি,
দেবতা-নিন্দিত এক বিনষ্ট মানুষ।
কোরাস : বড় ভাগ্যহীন তুমি। তোমার সিদ্ধান্ত
বড়ই দুঃখের। আহা, আমি যদি কোনদিন
তোমাকে না চিনতাম !
ঈদিপাস : ধিক্ তাকে, অভিশাপ তাকে,
আমার পা থেকে যে একদিন খুলেছিল

কাঁটার বন্ধন, যে আমাকে বাঁচিয়েছে
মৃত্যুর কব্‌জা থেকে।
সেদিন আমার যদি মৃত্যু হতো
সে হতো আমার জন্যে আশীর্বাদ এবং আমার
আপনজনের সুকল্যাণ।

কোরাস : আমিও অমন প্রার্থনাই করতাম।

ঈদিপাস : তাহলে তো পিতৃহন্তা হতাম না আমি,
নিজের মাতার স্বামী এমন জঘন্য কথা বলতো
না কেউ। আমি আজ ঈশ্বরবিহীন,
এক পাপজ সন্তান, যে জননী আমাকে
দিয়েছে জন্ম, সেই হলো
সন্তানের জননী আমার।
পৃথিবীতে এমন ঘৃণিত কোন্ অপবাদ আছে
যা আজ আমার মস্তকে বর্ষিত নয় ?

কোরাস : তবু আমি মনে করি, তোমার এ কাজ
উচিত হয়নি। অন্ধত্বের চেয়ে
মৃত্যুই তো শ্রেয়তর ছিল।

ঈদিপাস : আমি যা করেছি তা অনুচিত এ কথায়
বিশ্বাস করি না।
আমাকে নতুন শিক্ষা দিওনা তোমরা।
আমার দু'চোখ দিয়ে মৃত্যুর অপর পারে
আমার পিতার মুখ কি করে দেখতাম,
কি করে আমার জননীর দিকে তাকাতাম !
শুধু মৃত্যুই তো এর প্রায়শ্চিত্ত নয় !
বলো আমি কোনদিন স্নেহের দৃষ্টিতে আর
তাকাতে পারতাম আমার সন্তানদের দিকে ?
না, আমার দৃষ্টির জন্যে মোহন দৃশ্য অবশিষ্ট নেই,
না এই নগরী, এর দুর্গপ্রাকার না এর পবিত্র
দেবতামন্দির আর দেবমূর্তি—কোন কিছু নয়।

নিজের নির্দেশে আমি নিজেকেই বঞ্চিত করেছি
ঐসব প্রিয় দৃশ্য থেকে ।
আমারই আদেশ ছিল পাপিষ্ঠকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে,
স্বর্গ আর লেয়াসের গৃহের শত্রুকে
দিতে হবে নির্বাসন ।
যখন প্রমাণ হলো আমি সেই পাপী
তখন কি করে আমি তাদের চোখের দিকে
আবার তাকাবো ?
আমার ক্ষমতা থাকলে আমার শ্রবণশক্তিও
নিজহাতে নষ্ট করতাম,
দৃষ্টি আর শ্রুতি হারিয়ে এ দেহকে নিক্ষেপ করতাম
শূন্যতার মধ্যে ;
যন্ত্রণার সুতীব্র নখর থেকে তাহলে পেতাম মুক্তি ।

সিথেরণ, ধাত্রী মা আমার ।
এ জন্যেই আমাকে কি আশ্রয় দিয়েছিলে তুমি ।
তুমি কেন আমাকে মরতে দাওনি সে মুহূর্তে,
বাঁচিয়ে রাখলে কেন আমার ঘৃণিত জন্মকথা
পৃথিবীকে জানানোর জন্যে ?
হায় পলিবাস ! হায়রে করিন্থ,
হায়, ভুল পিতৃগৃহ !
তোমরা কি জানতে যাকে তোমরা লালন করছ, তার
কোমল মুখের অন্তরালে কতটা পাপের দাগ ?
এখনতো আমি পাপে পূর্ণ,
এবং আমার জন্ম, সে-ও পাপ ।
হায় সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ পথের তেমাথা,
নির্জন বনস্থলীর সেই স্থান, যেখানকার মাটি
নিজের পিতার রক্তে রঞ্জিত করেছিলাম ।
হায় সেই তিন পথ, তোমরা কি স্মরণে রেখেছ

আমি কি করেছিলুম সেই স্থানে, আর
কি করেছি এই থীবি নগরীতে ?
অজাচার ঘৃণ্যপাপ ! যেখানে আমার জন্ম
সেখানে হয়েছি আমি জন্মদাতা।
হায় সে বিবাহ যার ফলে পিতা, পুত্র, ভাই,
কন্যা, বধূ, মাতা সব একাকার হলো,
সীমাহীন ভ্রান্তির স্রোতে লীন হলো সব !
যতো গ্লানি কদর্যতা হলো একাকার !
আমি আর সেসব অকথ্য ঘটনার কথা বলবো না।
অনুরোধ করছি, যত দ্রুত পারো আমাকে
নির্বাসন দাও।
আমাকে হত্যা করো,
সাগরের গভীর তলদেশে আমাকে নিক্ষেপ করো !
আমার দু'হাত ধর !

[কোরাস ঈদিপাসের প্রসারিত হাত থেকে দূরে সরে যায়]

আমাকে করুণা কর, আমাকে স্পর্শ কর,
আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।
আমাকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছ ?
আমার এ শাস্তি তো কেবল আমারই জন্যে—
আর কারো নয়।

কোরাস নেতা : ক্রীয়ন এদিকে আসছেন।
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে কিনা সে বিচার তাঁর।
তোমার অবর্তমানে সে-ই আমাদের রক্ষাকর্তা।

ঈদিপাস : আমি তাঁকে কী বলব ?
এখন আমার কোন্ অনুরোধ তাঁর চোখে
যুক্তিযুক্ত মনে হবে ?
আমি তার প্রতি চরম অন্যায় করেছি !
[ক্রীয়নের প্রবেশ]

ক্রীয়ন : ঈদিপাস, তোমার ধ্বংসের জন্যে আমি তোমাকে
বিদ্রূপ করতে আসিনি।
পুরনো দিনের কৃতকর্মের জন্যে তিরস্কার
করার জন্যেও নয়।
বন্ধুগণ, আপনারা স্মরণ করুন জীবন দেবতার প্রতি
আপনাদের ভক্তির কথা,
স্মরণ করুন মাথার উপর সূর্যদেবের কথা।
দিবালোকে অপবিত্র মানুষের উপস্থিতি কাম্য নয় ;
না ধরিত্রী, না বায়ু, না জল কোন কিছু
গ্রহণ করবে না তাকে।
ওকে অভ্যন্তরে নিয়ে যাও—
আত্মজন ছাড়া তার এই যন্ত্রণা-দৃশ্য দেখা
অন্য কারো সমীচীন নয়।

ঈদিপাস : বন্ধু ক্রীয়ন। আমার শুধু একটি প্রার্থনা আছে।
তোমার করুণা আশা করা আমার মতো মানুষের
হয়তো অসমীচীন, তবু একটি প্রার্থনা—
ঈশ্বরের নামে—তোমার নিজের
মঙ্গলের জন্যে—আমার মঙ্গলের জন্যে নয়···

ক্রীয়ন : কী প্রার্থনা ?

ঈদিপাস : এই মুহূর্তে আমাকে নির্বাসিত কর
মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

ক্রীয়ন : তাই করতাম। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে
ঈশ্বরের অনুজ্ঞার অপেক্ষায় আছি।

ঈদিপাস : ঈশ্বরের অনুজ্ঞা কি পরিষ্কার নয় ?
পিতৃহন্তা অপবিত্র মানুষের জন্যে মৃত্যুদণ্ড—
আমি তৈরী সেই দণ্ড গ্রহণের জন্যে।

ক্রীয়ন : কিন্তু তবু বর্তমান সংকটে প্রয়োজন
স্বর্গের নির্দেশ।

ঈদিপাস : আমার এ নষ্ট জীবনের জন্যে, আমার মতোন
অভিশপ্তের জন্যে দেবতার আজ্ঞা চাও ?
ক্রীয়ন : ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের মতো যথেষ্ট কারণ
তোমার কি ঘটেনি ?
ঈদিপাস : ক্রীয়ন, তোমার কাছে একটি মাত্র মিনতি আমার।
প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে মৃত রয়েছে পড়ে তার
উপযুক্ত সৎকারের আয়োজন করো।
সে তোমার ভগ্নী, এবং সে কাজ তোমারই উপযুক্ত।
আমার নিজের জন্যে প্রার্থনা—আমার নিঃশ্বাস যেন
পিতৃভূমির বাতাসকে আর বিষাক্ত না করে।
আমাকে ঐ দূর পর্বত অঞ্চলে নির্বাসিত কর,
আমি যেন সেখানে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারি।
ঐ সিথেরণ—যার নাম আজন্ম আমার সাথে যুক্ত,
ঐ পর্বতের চূড়া, আমার জনক জননী যাকে
বেছে নিয়েছিলেন আমার মৃত্যুশয্যারূপে,
তাদের সে ইচ্ছা পূরণের জন্যে সেখানেই
যাবো আমি—আমার মৃত্যুর জন্যে পাতা
সে শয্যায়—অবশেষে।
আমি জানি কোন ব্যাধি আমাকে নেবে না,
কোন দুর্ঘটনা কেড়ে নিতে আসবে না আমার জীবন,
মৃত্যুর নখর থেকে একদিন বেঁচে গেছি আমি,
কেন না আমার জন্যে নির্ধারিত তারও চেয়ে ভয়াবহ
আরেক নিয়তি।
রইল আমার সন্তানেরা···
পুত্রদের জন্যে চিন্তা করো না ক্রীয়ন।
তারা যেখানেই থাকুক না কেন নিজেদের
রক্ষায় সক্ষম হবে তারা।
কিন্তু আমার কন্যারা !
আহা সোনামানিকেরা কখনো আমাকে ছাড়া

আহার করেনি।
সব কিছু আমরা ভাগ করে খেতাম সকলে একসাথে।
ক্রীয়ন…ওদের দেখো,…
আমি যদি একবার ওদের জড়িয়ে ধরে
কাঁদতে পারতাম!
শুধু একবার…
মহান ক্রীয়ন, শুধু একবার অনুমতি দাও
আমি শুধু একবার ওদের বুকে জড়িয়ে নেব
আর ভাবব ওরা আমার পাশেই আছে—
যেমনটি ছিল ওরা যখন আমার ছিল চোখ,
ছিল সব কিছু।

[ঈদিপাসের দুই কন্যা ইসমিনি ও আন্তিগোনিকে সামনে নিয়ে আসা হয়। তারা ঈদিপাপের সামনে দাঁড়ায়]

আহা, এ কি?
হা ঈশ্বর, আমি কি আমার সোনামনিদের কান্না
শুনতে পাচ্ছি?
তা হলে কি ক্রীয়নের দয়া হল?
ওদেরকে পাঠিয়েছে? একি সত্য!

ক্রীয়ন : সত্য। ওরা এসেছে। ওদের তুমি কত ভালবাস
আমি জানি আমি তাই ওদেরকে আনিয়েছি।

ঈদিপাস : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন, ক্রীয়ন।
তোমার পথকে তিনি আমার পথের চেয়ে
মসৃণ করবেন।
স্নেহের বাছারা তোরা কোন্‌খানে?
কাছে আয়,
স্পর্শ কর্ তোদের ভাইয়ের হাত।
ঐ হাত দুটোই তো হরণ করেছে এই চোখ!
তোদের পিতার চোখ!
এই চোখ যখন দৃষ্টিমান ছিল তখন তো

তারা ছিল অন্ধ। তারাতো দেখেনি তোদেরকে
জন্ম দিতে কি করছি আমি।
তোদের দুঃখভরা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে
আমি কাঁদছি।
সুকঠিন পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হবে তোদেরকে,
উৎসবে, নাগরিক অনুষ্ঠানে তোরা থাকবি নিরানন্দ।
সবাই যখন উৎফুল্ল আনন্দে উদ্বেল হবে, তোরা
অশুভ চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে
ফিরে যাবি।
যখন বয়স হবে বিবাহের, তোরা
কোথায় পাবি রে এমন নির্ভীক বর যারা
এই লজ্জা এই ঘৃণাকর ঘটনাকে মেনে নেবে—
পৃথিবীর সকল কলঙ্ক আজ তোদের মস্তকে।
একজন পিতা যে হত্যা করেছে তার নিজের পিতাকে,
কলুষিত করেছে যে নিজের জন্মের শয্যা ;
যেখানে নিজের জন্ম
সেখানে দিয়েছে জন্ম নিজে।
এই সব দুঃসহ দুর্নাম মানুষ লেপন করবে
তোদের শরীরে,
কোথায় তোদের জন্যে স্বামী পাবি ?
কোথাও না।
ফলহীন কুমারীর জীবন তোদের বয়ে যেতে হবে।

ক্রীয়ন, তুমি তো একমাত্র আত্মীয় ওদের,
আমরা যারা একদিন জন্ম দিয়েছিলাম ওদের
তারা দুজনেই আজ ধ্বংস হলাম।
তুমিই এখন ওদের পিতা।
ওদেরকে নিঃসম্বল গৃহহীন ভিখিরী করোনা।
আমার মতোন দুর্বহ সময় যেন ওদের না আসে,

ওদের করুণা করো—ওরা ভারী অবোধ এখনও।
বল, তুমি ওদের দেখবে। কথা দাও।
আমার দু'হাত ছুঁয়ে কথা দাও।

[ক্রীয়ন হাত এগিয়ে দেয়]

বন্ধু!
সন্তানেরা! বড় হলে অনেক ঘটনা তোরা
বুঝতে পারবি, বর্তমানে তোদের সময়
হবিও দুঃখই।
প্রার্থনা করি, তোদের পিতার জীবনের চেয়ে
তোদের জীবন যেন সুখী হয়।

ক্রীয়ন : যথেষ্ট হয়েছে। এবার ভেতরে যাও।
ঈদিপাস : তবে যাই—ইচ্ছার বিরুদ্ধে।
ক্রীয়ন : সব কিছুরই একটি মাত্রা আছে।
ঈদিপাস : আমি কি তোমার প্রতিশ্রুতি পাবো?
ক্রীয়ন : কিসের প্রতিশ্রুতি?
ঈদিপাস : আমার নির্বাসনের।
ক্রীয়ন : ঈশ্বর তা নির্ধারণ করবেন। আমি নই।
ঈদিপাস : কোনো দেবতা আমার পক্ষে কথা বলবে না।
ক্রীয়ন : তা হলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।
ঈদিপাস : কিন্তু তোমার সম্মতি?
ক্রীয়ন : আমার জ্ঞানের বাইরে আমি কখনো কথা বলি না।
ঈদিপাস : ঠিক আছে। আমাকে এখন নিয়ে চল।

[ঈদিপাস প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হয়, সন্তানদের ঘিরে রেখেছে তার বাহু]

ক্রীয়ন : তার আগে তোমার সন্তানদের ছেড়ে দাও।
ঈদিপাস : না, কক্ষনো না। ওদেরকে কেড়ে নিতে পারবে না।
ক্রীয়ন : এখন আমাকে আর আদেশ করো না।
শাসনের দিন শেষ হয়েছে তোমার

এখন আদেশ নয়, আদেশ পালন করা
তোমার নিয়তি।

কোরাস

শোনো গো থীবির লোক,
নারী ও পুরুষ !
এই ছিল ঈদিপাস, মান্যবর
মানুষের কুলে,
জীবনের গভীর রহস্যসূত্র ছিল যার
হাতের আঙুলে।
তার সে সমৃদ্ধি দেখে একদিন
ঈর্ষান্বিত ছিল সব লোক।
দেখো সেই ঈদিপাস রাজাকে এখন—
দুঃখের প্লাবনে
ভেসে গেছে সর্বসুখ, সকল আলোক।

শিখে নাও জীবনের শেষ অভিজ্ঞান,
এ নশ্বর মানব জীবনে
মানুষ প্রতীক্ষা করে শুধু তার আপন নিয়তি।
জীবিত মানুষকে সুখী কখনো বলোনা
যতক্ষণ কবরের অন্ধকার এসে
না দেয় সবলে টেনে জীবনের যতি—
ততক্ষণ কেউ সুখী নয়।

সমাপ্ত

বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক ট্র্যাজেডি 'রাজা ঈদিপাস' ধ্রুপদী নাট্যকলার ইতিহাসে একটি সুদীপ্র নাম। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত এই নাটকে নাট্যকার সফোক্লিস পরাক্রান্ত দৈবশক্তির সঙ্গে যুধ্যমান একজন মানুষের আশ্চর্য আলেখ্য নির্মাণ করেছিলেন। অসম এই যুদ্ধ— একদিকে অন্ধ, দুর্জয় নিয়তি, অপরদিকে সত্যসন্ধ অসহায় মানুষ। দৃশ্যতঃ নিয়তিই এখানে জয়ী হয়েছে, অন্তহীন তমসা শেষে কেড়ে নিয়েছে সব আলো। কিন্তু ঘনায়মান তমসার মধ্যেও যে মানুষ এখানে নির্মম সত্যকে আহ্বান জানায়, তার মহিমা তো ঊর্ধ্বচারী হতে হতে শেষে নীলিমাকে স্পর্শ করে।

ধ্রুপদী নাট্যকলার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অতীতের যে কোন সময়ের মতই 'রাজা ঈদিপাস' আজও সমভাবে দীপ্যমান। কৃতী অনুবাদক খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সার্থক ভাষান্তরে আমরা বাংলাভাষী পাঠকেরা এই ধ্রুপদী নাট্যকর্মের অনন্য উজ্জ্বলতাকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করি।

ব্র্যাক প্রকাশনা